জীবনী অবলম্বনে

ভারতের মুক্তি আন্দোলনের
অপূর্ব নাট্যোপন্যাস

মূল্য দুই টাকা মাত্র

সংহতি কার্যালয়
২০৩।২বি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

মীরকাশিম

-পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত-

(ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক)

মন্মথ রায় এম্-এ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ... কলিকাতা - ৬

আড়াই টাকা

রচনা :—

১৮ই নভেম্বর হইতে ৭ই ডিসেম্বর ১৯৩৮

৩০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ফ্ল্যাট ৮

কলিকাতা

চতুর্থ সংস্করণ

মীরকাশিম
বাঙলার অতীত-স্বাধীনতার সন্ধ্যাদীপ !
দীপ নির্বাপিত
কিন্তু
স্মৃতি বর্তমান !!
স্মৃতির সেই বেদীমূলে
প্রণাম করি।

মন্মথ রায়
২৪. ১২. ৩৮.

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

স্নেহধন্য

মন্মথ রায়

মীরকাশিম

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মুঙ্গের দুর্গে মন্ত্রণাগার

পর পর কয়েকটি গুলীর শব্দের মধ্যে পটোত্তোলন। একজন গুপ্তচর ভূপতিত—
তাহার শেষ আর্ত্তনাদ—মৃত্যু।

নজাফ খাঁ। বেইমান! বেইমান!

মীরকাশিম, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ প্রভৃতির প্রবেশ

মীরকাশিম। নজাফ খাঁ!

নজাফ খাঁ। বেইমান—গুপ্তচর—

মীরকাশিম। বাংলায় বেইমানের অভাব নেই নজাফ খাঁ—তা হ'লে অনেককেই হত্যা ক'রতে হয়—তোমাদের নবাবও বাদ যায় না—কিন্তু চক্রীদের চক্রান্তের ভয়ে মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে এসেও নিস্তার নেই, এখানেও গুপ্তচর!

নজাফ খাঁ। তকী খাঁর প্রেরিত চর-মুখে সংবাদ পাই—সপ্তাহ আগে চিৎপুর দেওয়ানখানায় মনি-বেগমের আহ্বানে এক বৈঠক বসে।

মীরকাশিম। আমাদের সিংহাসনচ্যুত করবার জন্যই তো বৈঠকের আহ্বান—

নজাফ খাঁ। বৈঠকে ক'লকাতার কাউন্সিলের সদস্যগণ অনেকেই, উপস্থিত ছিলেন।

মীরকাশিম। তাতেও বিস্মিত হবার কোন কারণ নেই—গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট এবং হেষ্টিংস ব্যতীত আর সকলেই আমার ওপর বিরূপ ; কেননা আমার জন্য তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধি হচ্ছে না !—

নজাফ খাঁ। অনেক রাজা মহারাজা জমিদারও সে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

মীরকাশিম। থাকবেনই তো। মীরকাশিম নবাব হওয়ায় তাঁরা ব্যক্তিগত সুযোগ পাবেন ভেবেছিলেন—কিন্তু বেইমান মীরকাশিম যে নবাবী গ্রহণ ক'রে পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত ক'রবে সে ধারণা তাঁরা ক'রতে পারেন নি।

নজাফ খাঁ। মনি-বেগমের প্ররোচনায় সকলে মীরজাফরকে গদী দেওয়ার ষড়যন্ত্র ক'রছেন !—এখন সমস্ত নির্ভর ক'রছে অমিয়ট আর হে সাহেবের দৌত্যের ওপর—

মীরকাশিম। জীবনে যে-ভুল একবার করেছি—এবার প্রাণ দিয়েও সে-ভুলের প্রায়শ্চিত্ত ক'রবো, তাদের কথায় প্রজার স্বার্থের বিরুদ্ধে আমি কোনো সন্ধি ক'রবো না।

নজাফ খাঁ। বৈঠক বসবার পূর্বেই অমিয়ট আর হে সাহেব ক'লকাতা থেকে চ'লে আসেন—তাঁদের কিছু গুপ্ত উপদেশ দেওয়ার জন্য এই বেইমানকে তারা গুপ্তচর পাঠিয়েছে। আমাদের চর বরাবর এর সঙ্গে থাকায় মুঙ্গেরে পৌছে ও সাহেবদের কুঠিতে যেতে সাহসী হয়নি।

মীরকাশিম। হুঁ। এ-ই যে সেই গুপ্তচর—তার প্রমাণ ?

নজাফ খাঁ। আছে।

জগৎশেঠ। রক্তে যে সব ভেসে গেল ! উঃ ! কী বীভৎস ! (মৃতদেহের প্রতি রক্ষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া) নিয়ে যা—নিয়ে যা—নবাবের চোখের সামনে থেকে এ দৃশ্য সরিয়ে নে—

মীরকাশিম। একটু পরে শেঠজী।

জগৎশেঠ। (মৃতদেহ যেন আর কিছুতেই সহ্য হইতেছে না) কিন্তু আপনার চোখের ওপর এই বীভৎস দৃশ্য!

রাজবল্লভ। দরবারে এই প্রকার হত্যা—

নজাফ খাঁ। হত্যা ব'লবেন না রাজা—বলুন শাস্তি—

রাজবল্লভ। বিনা বিচারে—

নজাফ খাঁ। নির্দোষীকে হত্যা ক'রে থাকি নবাব আমার শাস্তি দেবেন।

মীরকাশিম। প্রমাণ নজাফ খাঁ?

নজাফ খাঁ। (গুপ্তচরের জুতার মধ্য হইতে একটা লাল-পাঞ্জা বাহির করিয়া নবাবের সম্মুখে ধরিল)

মীরকাশিম। (লাল-পাঞ্জা পরীক্ষা করিয়া) কোম্পানীর লাল-পাঞ্জা—কোম্পানীর শিলমোহর—সেই সাঙ্কেতিক চিহ্ন!—সিরাজের সময় এই লাল-পাঞ্জার কথা প্রথম শুনি—কিন্তু তখন দেখিনি—প্রথম কবে দেখি জানেন শেঠজী?

জগৎশেঠ। না জনাব।

মীরকাশিম। তিন বৎসর পূর্বে—ক'লকাতায়—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠিতে!

গুরগিন খাঁ। হামি দেখিলাম হাজ।

মীরকাশিম। মীরজাফরের সঙ্গে বেইমানি ক'রতে স্বীকার হ'লাম। শপথ হ'ল। তখন গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট এই লাল-পাঞ্জা দেখিয়ে ব'ললেন—যার হাতে এই লাল-পাঞ্জা পাবেন—জানবেন সে কোম্পানীর বিশ্বস্ততম লোক—বিশ্বস্ততম বন্ধু—প্রয়োজন হ'লে তাকে দিয়ে সংবাদ পাঠাব—এবং সংবাদ সংগ্রহ ক'রব।

গুরগিন খাঁ। তাজ্জব! তাজ্জব!

মীরকাশিম। রাজা রায়দুর্লভের হাতে ঐ লাল-পাঞ্জা দেখেছিলাম, খোজা পিক্রসের হাতে ঐ লাল-পাঞ্জা দেখেছি, শেঠজী আপনার হাতে—

জগৎশেঠ। না জনাব! এ সৌভাগ্য আজও আমার হয়নি। শেঠেরা চিরদিনই বাংলার মসনদের ক্রীতদাস—

মীরকাশিম। ঠিক—ঠিক—শেঠজী বরং ব'লতে পারেন ঐ পাঞ্জা একদিন আপনি আমার হাতে দেখেছিলেন—না?—কিন্তু ভুলে যাবেন না—তখন ঐ পাঞ্জাই ছিল আমার নবাবী পাবার সোপান —ঐ পাঞ্জা দেখেই, কর্ণেল কলাডকে মুর্শিদাবাদ প্রাসাদ দখল ক'রতে সাহায্য করেছিলাম—ঠিক তার দু'ঘণ্টা পরেই—

জগৎশেঠ। আপনাকে নবাবী শীল-মোহর হাতে নিতে হ'ল।

মীরকাশিম। কাজেই লাল-পাঞ্জা হাতে নিয়ে আর কাজ ক'রতে পারলাম কই! দুটো অত বড় জিনিস এক হাতে এক সঙ্গে ধরে না শেঠজী। হয় লাল-পাঞ্জা নাও—নতুবা নাও নবাবী শীল-মোহর। আপনাদের অনেকেরই হয় তো ইচ্ছা ছিল—ঐ লাল-পাঞ্জা হাতে নিয়ে আমি নবাবী করি—না শেঠজী?

জগৎশেঠ। তা আর হ'ল কই জনাব!

মীরকাশিম। হয়।

জগৎশেঠ। হয়?

মীরকাশিম। হয়—নবাবী নয়—গোলামী।

গুরগিন খাঁ। Shame!

মীরকাশিম। নজাফ খাঁ, মৃতদেহ নিয়ে যেতে বল—কুত্তা দিয়ে খাওয়াবার আজ্ঞা দাও।

মৃতদেহ অপসৃত হইল

নজাফ খাঁ চলিয়া গেল

সিরাজকে মনে ক'রতাম হঠকারী, দাম্ভিক, উদ্ধত। মনে ক'রতাম, দেশে শান্তি সংস্থাপনের সে-ই প্রথম এবং প্রধান অন্তরায়। দেশের বৃহত্তর স্বার্থের দিকে চেয়ে, বেইমানি ক'রে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে—আমরা তাকে হত্যা ক'রলাম।

রাজবল্লভ। আমরা!

মীরকাশিম। হ্যাঁ, আমরা; নতুবা কে? কার সাধ্য ছিল সেই সিংহ-শিশুর কেশও স্পর্শ করে! পলাশীর যুদ্ধ! সে কি যুদ্ধ? এক দিকে অগণিত নবাব সৈন্য, উপযুক্ত সেনানায়ক, অপর্য্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র—আর একদিকে বিচলিত বিকম্পিত মুষ্টিমেয় ইংরাজ-সৈন্য—

গুরগিন খাঁ। একটা ফুঁ দিলে কোম্পানীকে কোম্পানীই উড়িয়া যাইত।

মীরকাশিম। সাহসের অভাব ছিল না, অর্থের অভাব ছিল না, অস্ত্রের অভাব ছিল না, কিছুরই অভাব ছিল না। অভাব ছিল দেশাত্মবোধের—অভাব ছিল মনুষ্যত্বের। বুদ্ধিরও অভাব ছিল না—কিন্তু সে ছিল স্বার্থবুদ্ধি।

গুরগিন খাঁ। ভারী বুদ্ধিমান জাত আছে এই বাংগালী।

মীরকাশিম। ক্ষমতার প্রলোভনে উদ্দীপ্ত হ'য়ে সিরাজকে বন্দী ক'রলাম—বেগমের মণিমুক্তা লুঠ ক'রলাম—মানুষ হ'য়ে পশুর অধম আচরণ ক'রতে দ্বিধা ক'রলাম না।

জগৎশেঠ। এখন সে অনুশোচনা ক'রে আর লাভ কি জনাব! যা হবার হ'য়েছে—এখন আবার আমরা যাতে শান্তিতে বাস ক'রতে পারি জনাব—আপনি সেই ব্যবস্থা করুন; এই আমাদের সকলের মিলিত অনুরোধ।

মীরকাশিম। মীরজাফর নবাব হ'লেন। ভাবলাম সকলে শান্তিতে বাস ক'রব, দেশে আর যুদ্ধ-বিগ্রহ থাকবে না। প্রজা সুখে থাকবে—আমার সোনার বাংলা আবার ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ হবে। কিন্তু যে

সুদিন গেল—বাংলার সে সুদিন আর ফিরে এলো না। কোম্পানীর লোকদের শুধু বোনাস দিতেই মুর্শিদাবাদ রাজকোষ শূন্য হ'য়ে গেল। কোম্পানীর দেনা শোধ হ'ল না—ফলে নবাবকে হ'তে হ'ল কোম্পানীর হাতের খেলার পুতুল! মীরজাফরের রাজত্বে হ'ল বাদশাই ফার্মানে বিনা শুল্কে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য করবার অধিকারের ব্যভিচার! দেখলাম প্রজা যায়, দেশ যায়, বাংলার স্বাধীনতার সূর্য্য চিরতরে অস্তমিত হয়—তখন এই বেইমান যে বেইমান, সেও আর ধৈর্য্য রাখতে পারল না।

গুরগিন খাঁ। হামাডের নবাবের প্রজার উপর যে ডরড আছে টাহা সকলেই জানে।

মীরকাশিম। রাজা রায়দুর্লভ আর ধনকুবের জগৎশেঠের মধ্যস্থতায় বাংলার মসনদ কিনলাম—নবাব মীরজাফরের দেনা কড়ায় গণ্ডায় শোধ ক'রলাম—বাংলার তিন তিনটে পরগণা—বর্ধমান, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুরের রাজস্ব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দিলাম—দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধের খরচা দিলাম পাঁচ লক্ষ তঙ্কা—তবু কোম্পানীর অত্যাচারের হাত থেকে অব্যাহতি নাই। নাগপাশের এমন বাঁধনে আজ আমরা জড়িয়ে আছি যে এ থেকে আর মুক্তি নেই—মুক্তি নেই।

গুরগিন খাঁ। এবার বাঁধন কাটিয়ে ফেলুন—কোম্পানীকে ডেখিয়ে ডিন হাপনি নবাব—কোম্পানীর চালাকি নবাবের সহিট্ চলিবে না।

মীরকাশিম। পাটনায় এলিস আমার শাসন মানে না—কোম্পানীর সিপাই নবাব-সৈন্যের অপমান করে—কোম্পানীর অন্যায় কাজে বাধা দিলে তারা ধ'রে নিয়ে কয়েদ করে—পীড়ন করে। গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট আর হেষ্টিংস সাহেব সেদিন মুঙ্গেরে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর ক'রলেন—প্রতিশ্রুতি দিলেন, আর প্রজার ওপরে অত্যাচার হবেনা—দেশে শান্তি হবে। কিন্তু আবার কোম্পানী দূত

পাঠিয়েছেন অমিয়ট আর হে সাহেবকে—কি মতলবে তা তাঁরাই জানেন !

গুরগিন খাঁ। উহাদের মতলব ভাল নয়—তাহা হইলে কাল নবাবের নাচের মজলিসের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিত না।

রায়দুর্লভের প্রবেশ

রায়দুর্লভ। অমিয়ট আর হে সাহেব নবাবের দর্শনপ্রার্থী।

গুরগিন খাঁ। টাহারা ডরবারে হাসিটেছেন—ভাল করিটেছেন—কিন্তু টাহাদের সাবধান করিয়া ডিলে ভাল হইট, নবাবের হুকুম না মানিলে এবার হামি টাহাডের উচিট্ শিক্ষা দিব।

রায়দুর্লভ। গোলযোগ! গোলযোগ! চারিদিকে গোলযোগ! দু'দিন শান্তিতে থাকতে চেয়েছিলাম—হ'ল না! দেখে শুনে ইচ্ছে হ'চ্ছে—ছেড়ে ছুড়ে কাশী চ'লে যাই।

জগৎশেঠ। কেন? কি হ'ল?

রায়দুর্লভ। আর বলেন কেন শেঠজী। এখানে গুরগিন খাঁ ব'লছে 'দেখেঙ্গা' ওখানে অমিয়ট সাহেব ব'লছেন 'দেখেঙ্গা'। 'শোনেঙ্গা' কেউ ব'লছে না।—আমাদের হ'য়েছে—"বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা!" জনাব, আমি আর শেঠজী—আমাদের চেয়ে আপনার বেশী হিতাকাঙ্ক্ষী আর কেউ নেই। বয়েস হ'য়েছে। আর কি আমাদের হৈ হৈ রৈ রৈ শোভা পায়। আপনি এখন আরাম করুন—আয়েস করুন—আমাদের বয়সে হ'য়েছে আমরা একটু পরকালের চিন্তা করি। না—না জনাব, 'না' বলবেন না—অমিয়ট আর হে সাহেব আসছে—তারা যা চায় তা নিক্ না—নবাবী তো আর চাইছে না। গোলমাল মিটে যাক্—এ কাঠ-খোট্টা দেশ ছেড়ে মুর্শিদাবাদ চলুন—মুর্শিদাবাদ যে কাঁদছে!

মীরকাশিম। মুর্শিদাবাদ! রাজা রায়দুর্লভ, শ্রেষ্ঠী মহাতাপচাঁদ, বিচক্ষণ

রাজবল্লভ, শুনে আশ্বস্ত হ'লাম—মুর্শিদাবাদের জন্য আপনাদের প্রাণ আজ কাঁদছে! কিন্তু মুর্শিদাবাদকে শ্মশান ক'রে সেই তমসাবৃত নগরীর পথে পথে সিরাজের শবদেহ নিয়ে আপনারা প্রেতের যে তাণ্ডব ক'রেছিলেন, তাও আমি দেখেছি। রাজা রায়দুর্লভ! জগৎশেঠ! শুধু নিজেদের স্বার্থ চিন্তাই ক'রেছেন—দেশের কথা একবারও ভাবছেন না। আপনারা কি এখনও লক্ষ্য ক'রছেন না, কোম্পানী এখন শুধু বাণিজ্য ক'রতে চায়না, বিনা শুল্কে অবাধ বাণিজ্যেও কোম্পানী আর খুশি নয়, এখন তাদের লক্ষ্য বাংলার মসনদ? শোষণ সম্পূর্ণ—এবার তারা চায় শাসন! রায়দুর্লভ! জগৎশেঠ! ক্ষুদ্র স্বার্থের মোহে আমরা অন্ধ হ'য়ে এতদিন তা বুঝতে পারিনি,—আজ বুঝতে পেরেও কি তার প্রতিকার ক'রব না? শেষে—শেষে আমাদেরই হাতে উঠবে পরাধীনতার প্রথম শৃঙ্খল! আমাদেরই জীবনে প্রথম ডুববে—আমাদের এতকালের স্বাধীনতা সূর্য্য!...জগৎশেঠ! রায়দুর্লভ! ভেবে দেখুন—একটীবার ভেবে দেখুন, জাতির ইতিহাসে, দেশের ইতিহাসে কী প্রতিমূর্তিতে আমাদের বিচরণ ক'রতে হবে চিরকাল! সে ইতিহাস পাঠ ক'রে ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা আমাদের কী আখ্যায় অভিহিত ক'রবে, কী অভিশাপ দেবে—একটি বার ভেবে দেখুন—একটিবার ভেবে দেখুন!

জগৎশেঠ। আমরা কি ক'রতে পারি জনাব?

মীরকাশিম। আপনি ধনকুবের, বাংলার ঐশ্বর্য্য আপনারই ঘরে বাঁধা, অর্থে কী না হয়? আপনি কী না ক'রতে পারেন!

জগৎশেঠ। নবাব সরকারে এখনও লক্ষ লক্ষ টাকা আমার পাওনা। কোম্পানীর সঙ্গে যুদ্ধ আসন্ন। জয় পরাজয় অনিশ্চিত।

মীরকাশিম। হুঁ। বাংলা আপনার জন্মভূমি নয়, দেশ নয়। আপনাদের দেশ মাড়োয়ার, না?

জগৎশেঠ। সে তো কোনো কথা নয়, এ হচ্ছে ব্যবসার কথা—লেনদেনের কথা—কারবারের কথা।

মীরকাশিম। রাজা রায়দুর্লভ! আপনি তো বাঙালী!

রায়দুর্লভ। এক'শবার! লক্ষবার! সোনার বাংলা আমার জন্মভূমি! আজ যদি বয়েস থাকতো—দেখতেন, আমি কখনও পিছ-পা হ'তাম না। কিন্তু বয়েস হ'য়ে পড়েছে—ভেবেছিলাম কালীঘাটে গঙ্গাতীরে—

মীরকাশিম। ও! ক'লকাতায় বলুন!

রায়দুর্লভ। হ্যাঁ, কালীঘাটকে এখন কলকাতাই ব'লছে! ঐ পীঠস্থানে ব'সে এ বয়সে হিন্দুর যা করণীয়—এতকাল তো আর সে সব—

মীরকাশিম। ও! এতকাল বুঝি মনেই ছিল না যে আপনি হিন্দু!

রায়দুর্লভ। তা—কতকটা তাই বটে!

মীরকাশিম। অমিয়ট আর হে সাহেব আপনাকে ব'লে দিয়েছে আপনি হিন্দু, না? তবে আপনার মনে প'ড়ে গেল আপনি হিন্দু, কি বলেন?

নজাফ খাঁর পুনঃ প্রবেশ

নজাফ খাঁ। জনাব! গুরুতর সংবাদ!

মীরকাশিম। এখানে ততোধিক।

নজাফ খাঁ। সে কি জনাব?

মীরকাশিম। (জগৎশেঠকে দেখাইয়া) ওঁর হঠাৎ মনে প'ড়ে গেছে, উনি বাংলায় জন্ম নেননি, এখানে শুধু একটা লেনদেনের কারবার রেখেছেন। (রায়দুর্লভকে দেখাইয়া) অমিয়ট সাহেব ব'লেছেন উনি হিন্দু এবং হে সাহেব ওঁর কানে কানে এ-কথাও বোধ হয় ব'লে দিয়েছেন আমি মুসলমান! এতকাল এ-সব আমরা ভুলে ব'সেছিলাম হঠাৎ আজ এ-সব বেরিয়ে প'ড়ল। বেইমানি করবার সময় এ-সব কথা কারো মনে পড়েনি—মনে প'ড়ল কখন জানো? যখন দেশের জন্য এদের কাছে সাহায্য ভিক্ষা ক'রলাম—তখন। শুনুন, সাহায্য

ক'রতে না চান ক'রবেন না, শুধু একটা প্রার্থনা—আর বেইমানি ক'রবেন না।…অন্ধকার রাত্রে হতাশ হ'য়ে যখন আকাশের পানে চাই, কেবলি শুনি সিরাজের অন্তিম হাহাকার—'বেইমানি! বেইমানি!

নজাফ খাঁ। জনাব!

মীরকাশিম। কি?

নজাফ খাঁ। তকী খাঁ সংবাদ পাঠিয়েছেন—ক'লকাতা থেকে কোম্পানীর ত্রিশখানা নৌকা বাণিজ্যের নিশান উড়িয়ে মুঙ্গেরে এসে পৌঁছেছে। বাণিজ্যের ছলে ঐ সব নৌকা অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই হ'য়ে এলিসের সাহায্যে পাটনা যাচ্ছে। খানাতল্লাসী করবার জন্য তকী খাঁ ফৌজ নিয়ে বহর আটক ক'রেছেন।

মীরকাশিম। কে আছিস! ইংরেজ দূত অমিয়ট আর হে! (দৌবারিক যাইতেছিল তাহাকে নিষেধ করিয়া) না, নজাফ খাঁ, তুমি নিজে যাও। নিয়ে এস। কিন্তু নৌকা আটকের সংবাদ গোপন রেখো।

নজাফ খাঁর প্রস্থান

রায়দুর্লভ। এ সংবাদ কি আর এতক্ষণ গোপন আছে?

মীরকাশিম। না থাকাই সম্ভব। রায়দুর্লভ! আপনার সেই লাল-পাঞ্জাটার নম্বর কত ছিল মনে আছে?

রায়দুর্লভ। কোম্পানীর পাঞ্জা! তোবা! তোবা! সে আমি কবে গঙ্গায় ফেলে দিয়েছি।

মীরকাশিম। আমি যে লাল-পাঞ্জাটা পেয়েছিলাম তার নম্বর ছিল, মনে পড়ছে না. আপনার মনে পড়ছে জগৎশেঠ?

জগৎশেঠ। না জনাব!

মীরকাশিম। এই—একশ'র মধ্যেই ছিল। এটার নম্বর দেখলাম ত্রিশ-হাজার কত। এই তিন বছরেই এই! ক'লকাতায় কি লাল-পাঞ্জারও একটা ফ্যাক্টরী ব'সেছে জগৎশেঠ?

রায়দুর্লভ। অদ্ভুত জাত এই ইংরেজ।

মীরকাশিম। ওদের কি দোষ? দোষ আমাদের। ওদের জাতীয়তা আছে, দেশাত্মবোধ আছে, বৃহত্তর জীবনের কল্পনা আছে, আমাদের আজ তা নেই। ক্ষমতা প্রভুত্ব ঐশ্বর্য্য চাওয়াটা পাপ নয়, হারানো পাপ। আমরা সেই পাপ ক'রেছি—ক'রছি! কিন্তু আর কতকাল? কতকাল?

নজাফ খাঁ সহ অমিয়ট আর হে সাহেবের প্রবেশ

অমিয়ট। }
হে। } বণ্ডেগি জনাব!

জগৎশেঠ। (সাহেবদের কাছে আসিয়া) বন্দেগি—বন্দেগি সাহেব!

অমিয়ট। এই যে! শেঠজী! হাঁ, হাপনার কঠাও বলিব। জনাব! হাপনি জগটশেঠডের মুর্শিডাবাড হইটে ঢরিয়া হানিয়েছেন! উহারা মানী লোক—ঢনী লোক, গোটা বাংলাটা কিনিয়া লইটে পারেন। এ কাজটা কি হাপনার উচিট হইয়াছে।

গুরগিন খাঁ। উচিট হয় নাই কহিবেন না। বলিবেন শেঠজীকে এখানে ঢরিয়া রাখাটে হাপনার বহুট্ ডরড হইটেছে।

মীরকাশিম। ওঁরা আমার প্রজা। রাজ-কার্য্যের জন্য আমি ওঁদের মুঙ্গেরে এনেছি—এ সম্বন্ধে কোন কথা বলা তোমাদের অনধিকার চর্চা! (কিছুক্ষণ পরে) আমার এই প্রজার জন্য তোমাদের যে দরদ দেখছি সাহেব, আমার কোটি কোটি প্রজার জন্য তো সে দরদ দেখিনা। প্রতি পরগণায়, প্রতি গ্রামে, প্রতি কুঠিতে, তোমাদের কোম্পানীর গোমস্তারা নুন, চাল, চিনি, তামাক, আফিং—আর কত ব'লব—জোর জবরদস্তিতে কিনছে—বিক্রী ক'রছে। অত্যাচার ক'রে পীড়ন ক'রছে, প্রহার ক'রে, প্রজাদের কাছ থেকে এক টাকার

মাল পাঁচ টাকায় বিক্রী ক'রছে, চার টাকার মাল এক টাকায় কিনছে। আমার প্রজাদের জন্য তখন তো মহাশয়দের দরদ দেখিনা।

হে। ডরড্‌ঘড়ি না দেখিয়া থাকেন, জানিয়া রাখিবেন পীড়ন হয় নাই। পীড়ন দেখিলে হামরা কখনও সহিতে পারি না।

অমিয়ট। পীড়ন! অট্যাচার! হামরা করিব! হামরা ইহা কখনো স্বীকার করিব না।

মীরকাশিম। ভ্যান্সিটার্ট সাহেব—তোমাদের গবর্ণর নিজে ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

অমিয়ট। উহারা আপনার নুন খাইয়াছেন—গুণ গাহিটেছেন।

নজাফ খাঁ। বটে! নুন খাইয়াছেন। বাংলার নুন তোমরা কে না খাইতেছ সাহেব?

গুরগিন খাঁ। বাংলার নুন বহুট্ মিঠা হাছে।

অমিয়ট। টর্ক করিবার সময় হামাদের নাই। হামাদের এখনি কলিকাটা যাইটে হইবে। হাপনার টিন ডাবী, হামাদের এগার ডাবী, বহুট্ বাট্ চিট্ হইল কোন ফল প্রসব করিল না।

হে। বিয়োগ না করিলে কোন ফল প্রসব করিবে না। হামাদের এগার ডাবী হাপনার টিন ডাবী। বিয়োগ করিলে হাপনার ডাবী রহিল না, হামাদের আট ডাবী রহিয়াই গেল।

মীরকাশিম। আমার দাবী তোমরা মানবে না সাহেব?

অমিয়ট। মানবার মটো ডাবী উহা নহে। হামাদের ডাবী আপনি মানবেন কিনা শেষ কঠা বলিয়া দিন!

মীরকাশিম। এ তোমাদের নতুন দাবী। নিত্য নতুন দাবী আমি মানতে পারি না। ভ্যান্সিটার্ট আর হেষ্টিংস সাহেব এই সেদিন এসে চুক্তি ক'রে গেলেন শতকরা নয় টাকা হারে দেশী-বাণিজ্যে সকলে শুল্ক

প্রদান ক'রবে, আর দস্তক আমার কর্মচারী আর কোম্পানীর কর্মচারী উভয়ের স্বাক্ষর ব্যতীত মঞ্জুর হবে না—তোমরা সে চুক্তি না মেনে—অবাধ বাণিজ্য ক'রছ। বাদশাহী ফার্মানেরও ব্যভিচার ক'রছ।

অমিয়ট। সে সব কঠা হামরা বিবেচনা করিব—হাগে হাপনি হাপনার প্রজার কাছে মাশুল আদায় করুন।

মীরকাশিম। তোমরা মাশুল দেবেনা—আর মাশুল দিয়ে ম'রবে আমারি প্রজা? কেন সাহেব? তোমরা মাশুল না দেওয়া পর্য্যন্ত আমি ঘোষণা ক'রেছি আমার রাজ্যে বিনা শুল্কে বাণিজ্য। তোমাদের ক্ষমতার ব্যভিচারে পৃথিবীর কোনো দেশে যা হয় না—হয় নি—লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি স্বীকার ক'রেও আমি তাই করেছি—বাংলা থেকে বাণিজ্যের শুল্কই তুলে দিয়েছি! কর বাণিজ্য।

হে। হাপনি নিজের ক্ষটি করিয়া হামাদের ক্ষটি করিটেছেন।

গুরগিন খাঁ। নবাবের যাহা খুশী টাহা টিনি করিটে পারেন। হাপনারা বলিবার কে?

অমিয়ট। মনে রাখিবেন হামরাই—হাপনাকে নবাবী ডিয়াছি।

মীরকাশিম। হাঁ, নবাবীই ক'রছি—গোলামী ক'রব না সাহেব।

হে। কিন্তু বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজন হইলে বাঢ্য হইয়া হামাদের হাপনার বিরুদ্ধাচরণ করিটে হইবে।—

মীরকাশিম। জানি। সাহেব! তোমাদের স্বার্থের হানি হ'লে আমার নবাবী কেড়ে নিয়ে এই শস্যশ্যামলা সোনার বাংলা শোষণের পাকাপাকি ব্যবস্থা ক'রতে, বাংলার মসনদে আবার বসাবে ক্লাইভের সেই গর্দভকে। কিম্বা ব'সবে তোমরা নিজে। সে আয়োজনও যে হচ্ছে, সে আমি জানি। কিন্তু যতক্ষণ আমি মসনদে আছি বাংলার দরিদ্র প্রজার রক্ত শোষণ ক'রতে আর তোমরা পারবে না—সাবধান!

হে। ডেখিটেছি হাপনি যুদ্ধই চান—হাপনি যুদ্ধই চান, হামরা কিণ্টু শান্টিই চাহিয়াছিলাম।

মীরকাশিম। শান্তিই চান! বটে! সেই জন্যই বুঝি—নজাফ খাঁ—

নজাফ খাঁ। জনাব!

মীরকাশিম। তকী খাঁর খবর নাও—

নজাফ খাঁর প্রস্থান

অমিয়ট। ডেখিটেছি হামরা আসিয়া ভালো করি নাই। বেশ। সেলাম! হামরা চলিয়া যাইতেছি!

মীরকাশিম। দাঁড়াও। যেতে পার—একজন! আর একজনকে এখানে জামিন থাকতে হবে।

অমিয়ট। জামিন! কিসের হাবার জামিন।

মীরকাশিম। তোমাদের ত্রিশখানা নৌকা ক'লকাতা থেকে পাটনা যাচ্ছে;

হে। টিশখানা কেন, টিনশখানাও যায়। বাণিজ্য করে।

মীরকাশিম। কিন্তু আমার সংবাদ, এসব নৌকায় গোলাগুলী অস্ত্রশস্ত্র যাচ্ছে—পাটনায় এলিসের কাছে।

অমিয়ট। হাপনার যাহা খুশি বলিতে পারেন।

মীরকাশিম। নৌকা আটক করা হ'য়েছে। খানাতল্লাস হচ্ছে। খানাতল্লাসের ফল না জানা পর্য্যন্ত তোমাদের একজনকে জামিন থাকতে হবে।

অমিয়ট। বেশ। হে ঠাকিবে। হামরা কলিকাতা কাউন্সিলে রিপোর্ট করিতেছি। কিণ্টু ইহার ফল ভাল হইল না।

গুরগিন খাঁ। শোনো—টোমার কোম্পানীকে বলিয়া দিটে পারে, যে কেহ হামাদের একটা আঘাট করিবে, হামরা টাহার খুলিটে দুইটি হাঘাত হানিব। যাহারা হামাদের শক্তি পরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক টাহারা চেষ্টা করিতে পারে।

নজাফ খাঁর প্রবেশ

নজাফ খাঁ। জনাব।

মীরকাশিম। সংবাদ—তকী খাঁর সংবাদ!

নজাফ খাঁ। নৌকা-বোঝাই গুলী গোলা বন্দুক!

মীরকাশিম। বাজেয়াপ্ত কর। কি সাহেব! এতদূর স্পর্ধা! আমারই রাজ্য-রক্ষা করার লিখিত-চুক্তি ক'রে শেষে আমারই রাজ্যে আমারই বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র! এই রাজদ্রোহ! তোমাদের পেনাল-কোডে এই রাজদ্রোহের কি শাস্তি সাহেব?—

আরাব খাঁর প্রবেশ

আরাব খাঁ। জনাব! পাটনায় সর্বনাশ! দুর্বৃত্ত এলিস—

মীরকাশিম। দুর্বৃত্ত এলিস? পাটনা আক্রমণ ক'রেছে—

আরাব খাঁ। অতর্কিতভাবে আক্রমণ ক'রে দুর্গ দখল করেছে। নিরীহ নরনারীকে নির্বিচারে হত্যা ক'রেছে। অবাধ হত্যায়, লুণ্ঠতরাজে, অগ্নিদাহে—পাটনার ঘরে ঘরে ক্রন্দন-রোল উঠছে—

মীরকাশিম। শুধু পাটনায় নয়, আরাব, শুধু পাটনায় নয়—বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার প্রতি শান্তিকামী নিরস্ত্র নিরীহ নরনারীর বুক-ফাটা কান্নার রোল আকাশে ধ্বনি তুলে' আজ খোদাতালার কাছে বেদনার আরজি পেশ ক'রে প্রতিকার প্রার্থনা ক'রছে: কে আছ শহীদ, কে আছ গাজী, কে আছ খোদার নফর—অত্যাচার অবসানের এই পুণ্য জেহাদে যোগ দিয়ে পলাশীর পাপ প্রক্ষালন করবার জন্য প্রস্তুত হও। পাটনায়-মুঙ্গেরে বাংলায়-বিহারে কোম্পানীর প্রতিষ্ঠিত সব কুঠি অবরোধ কর; সমগ্র ইংরাজ ব্যবসায়ীকে বন্দী ক'রে শাঠ্যের সমুচিত শাস্তি দিয়ে পলাশীতে অনুষ্ঠিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর!—

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কলিকাতা ভান্সিটার্ট সাহেবের কুঠি

য়্যাডাম্‌স্‌। হার ঘড়িক বিলম্ব হইবে না। হামরা সমস্ট সডস্যগণ এক সাঠ হইয়া হাপনার পাক্কা বণ্ডবস্ট করিয়া ডিবে।

মীরজাফর। কিন্তু মুঙ্গেরে যে সন্ধি-পত্র হয়েছে তার কি হবে?

য়্যাডাম্‌স্‌। অমিয়ট হার হে সাহেব টাহার বণ্ডবস্ট করিবে।

কার্ণাক। মীরকাশিমের সঙ্গে যাহাটে যুদ্ধ বাটে হামরা টাহার সমস্ট বণ্ডবস্ট করিয়াছে। বেগম সাহেবা এ বিষয়ে হামাদের সর্ব প্রকার সাহায্য করিটেছেন। তিনি খুব বুদ্ধিমতী Lady হাছেন। হাপনি শুধু টাহার সল্লা লইয়া কার্য্য করিবেন।

মীরজাফর। বেগম—এখনো বুঝে দেখ—

মনিবেগম। কি প্রলাপ ব'ক্‌ছ। সিংহাসনের জন্য না হোক্‌, অন্ততঃ বেইমানকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আবার তোমায় বাংলার তক্তে ব'স্‌তে হবে।

মীরজাফর। বেইমান! বেইমান! বাংলায় কে বেইমান নয় বেগম? বাংলার সবাই বেইমান। আজ রায়দুর্লভ চায় আবার আমি নবাব হই, কিন্তু এই রায়দুর্লভই কি বেইমানি ক'রে মীরকাশিমকে কোম্পানীর সঙ্গে জুটিয়ে দেয়নি? জগৎশেঠ আজ আমাকে অর্থ দিয়ে সাহায্য ক'রতে প্রস্তুত—কিন্তু কোম্পানীর দেনা দিতে না পেরে আমি কি জগৎশেঠের কাছে অর্থ-ভিক্ষা ক'রিনি? আজ রাজা রাজবল্লভ আবার আমাকে সাহায্য ক'রতে চায়; কেননা

কাশিম আলি কোম্পানীর সাহায্যে তাকে বাণিজ্য করবার সুযোগ দিচ্ছে না—তার স্বার্থ-সিদ্ধির ব্যাঘাত হচ্ছে। নবাবী নিয়ে আমাকে তো আবার কোম্পানীর গোলাম হ'য়েই থাকতে হবে?

মনিবেগম। তোমায় কিছু ক'রতে হবে না, আমি কি করি, তাই দেখ। নবাবের বেগম হ'য়ে আজ আমি ইংরেজ দরবারে এসেছি—ভিক্ষে ক'রে নবাবী ফিরিয়ে নেবার জন্য। আমার ইজ্জত নেই, মান নেই, মর্য্যাদা নেই—আবার তোমায় সিংহাসনে দেখ্‌ব, একমাত্র এই আমার বাসনা। সাহেবদের কথা দাও—ওঁরা যা ব'লবেন তাইতেই তুমি সম্মত।

মীরজাফর। সিরাজের বিরুদ্ধে সন্ধির সময় এঁরা যে কথা ব'লেছিলেন আমি সেই কথাতেই সম্মত ছিলাম। কিন্তু কর আদায় হ'ল না—কোম্পানীর তঙ্কা দিতে পারলাম না, এই অপরাধে আমার পদচ্যুতি হ'ল। মীরকাশিম কোম্পানীর তঙ্কা কড়ায়-গণ্ডায় শোধ ক'রেছে। এখন কোম্পানী কি ক'রে আবার তার কাছ থেকে সিংহাসন কেড়ে নিয়ে আমায় দেবে বল?

মনিবেগম। প্রজার মুখ চেয়ে মীরকাশিম কোম্পানীর কাজে বাধা দিচ্ছে।

মীরজাফর। কাজেই প্রজারা তার পক্ষে।

মনিবেগম। কিন্তু প্রজারা তো যুদ্ধ ক'রবে। যারা যুদ্ধ ক'রবে অর্থ দিয়ে তাদের হাত ক'রতে হবে। মীরকাশিম মনে ক'রছে বিদেশী সেনানায়কদের সাহায্যে সে কোম্পানীর উচ্ছেদ ক'রবে, কিন্তু এ কথা ভাবছে না যে বিদেশী সেনানায়কেরা অর্থের লোভে তার সেনানায়ক।

মীরজাফর। মীরকাশিমও তো কোম্পানীর সঙ্গে সন্ধি করতে পারে।

মনিবেগম। সে সন্ধি হবে না—আমি তার ব্যবস্থা ক'রেছি। মীরকাশিম কোম্পানীর দেনা শোধ করবার জন্য দেশের রাজা, জমিদার, হিন্দু

মুসলমান—সকলের কাছ থেকে সমান অত্যাচার ক'রে কর আদায় ক'রেছে। তারা কেউই তার উপর সন্তুষ্ট নয়। তবু যারা মীরকাশিমের পক্ষে আছে, তাদের মীরকাশিমের শত্রু করবার জন্য—আমার চর—তাদের অর্থের প্রলোভন দেখাচ্ছে। গুরগিন খাঁ, সমরু, মার্কার সকলে মীরকাশিমের বিপক্ষে হবে। তুমি অমত ক'রো না—শাস্তি দিতে যা কিছু প্রয়োজন আমি তা ক'রবই।

য়্যাডাম্‌স্‌। Here is an Oracle! We must obey her!

মনিবেগম। সাহেব, আমার একটা কথা রাখ্‌বে?

য়্যাডাম্‌স্‌। By all means। কি করিটে হবে বলিয়া ডিন্‌—

মনিবেগম। খোজা পিক্রস্‌কে কয়েদ ক'রে তোমরা ভুল ক'রেছ সাহেব!

কার্ণাক। সেটা হামাদের দুষমন। সে কাশিম আলির হাডমী আছে। টার ভাই গুরগিন খাঁ নবাবের General আছে।

মনিবেগম। সাহেব, এতদিন বাংলায় থেকেও দেখ্‌চি বাংলার হালচাল বুঝ্‌তে পারলে না! বাংলায় কে কার পক্ষ? যখন যেখানে যার সুবিধে সে যাচ্ছে। সবাই সুবিধে খুঁজছে। যখন কাশিম আলিকে নবাব ক'রেছিলে, খোজা পিক্রস্‌ দেখল নবাবের পক্ষে সায় দেওয়াই সুবিধে, সেই পক্ষেই সে গেল। আবার একটা গোলমাল বাধলেই সে আমাদের পক্ষে আস্‌বে।

য়্যাডাম্‌স্‌। ও হামাদের কী কাজে লাগিবে?

মনিবেগম। গুরগিন খাঁ ওর ভাই। সে কথা ভুলে' যাও কেন সাহেব? ওকে হাত ক'রে আমরা গুরগিনকে হাত ক'রব। সমস্ত আর্মানী সৈন্য হাত ক'রব।

মীরজাফর। তা বোধ হয় হ'তে পারে।

কার্ণাক। Yes, Yes, Blood is thicker than water.

য়্যাডাম্‌স্‌। উট্টম কঠা। Governor হাসিবার পূর্বে পিক্রস্‌কে

হাপনার কাছে হাজির করিয়া দিটেছে—আপনি টাহাকে কাম বাট্‌লাইয়া দিন। Major Carnac, if you will kindly—

কার্ণাক। Most gladly,—

প্রস্থান

মীরজাফর। তোমরা ত' সাহেব আমাকে মসনদ দিতে চাইছ, তোমাদের ভ্যান্সিটার্ট সাহেব যে বেঁকে ব'স্‌বে!

মনিবেগম। আ—সে ওঁরা বুঝবেন। তুমি ভাবছ কেন?

য়্যাডাম্‌স্‌। বেগম সাহেবা ঠিক বাট বলিয়াছেন। হামরা Majority হাছে—I mean, ডলে ভারী হাছে। গভর্ণরকে Outvote করিব। কেন করিব জানেন? মীরকাশিম ভ্যান্সিটার্ট সাহেবকে খাটির করিল—হামাদের রস্তা ডেখাইল। হাপনি হামাদের পেট ভরাইবেন—হাপনার ভি পেট ভরিবে—

মনিবেগম। এই সোজা কথাটা তুমি কেন বুঝছ না আমি বুঝতে পারছি না।

পিদ্রুস্‌ সহ কার্ণাকের প্রবেশ

য়্যাডাম্‌স্‌। খোজা পিদ্রুস্‌ টোমার ফাঁসী।

পিদ্রুস্‌। ফাঁসী হইবে—Father Abraham! হামি কি দোষ করিলো—What these Chritians are! হামার কোন ডোষ নাই, ফাঁসী কেন হইবে? What have I done?

য়্যাডাম্‌স্‌। টুমি নবাব মীরকাশিমের হাদমী হাছে—spy হাছে, A dog of a spy!

পিদ্রুস্‌। টুমাদের গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট হামাকে মীরকাশিমের কাজ করিটে বোলিল হামি মীরকাশিমের কাম করিলো। উহাটে হামার কি ডোষ হইল? Tell me that। ডোষ হইলে Vansittart

কো পহিলে ঝুলাও—পিছে হামাকে ঝুলাও; হামরা এক সাথে ঝুলিবে। কুছু ডুখুঃ নাই।

য়্যাডাম্‌স্। হামরা নবাব মীরকাশিমের বডলে মীরজাফর খাঁকে নবাব করিল—

পিক্রুস্। Very good—বহুট আচ্ছা—হামিভি মীরকাশিমকে ছোড়িয়ে নবাব মীরজাফরের কাম করিবে। Sure.

য়্যাডাম্‌স্। Right you are! মনিবেগমের অনুরোধে হামরা টোমাকে pardon করিটে পারে—

পিক্রুস্। মনিবেগম জিন্দাবাদ!

মনিবেগম। খোজা পিক্রুস্! গুর্‌গিন খাঁ তোমার ভাই?—

পিক্রুস্। ভাইভি আছে—ভাই না ভি আছে।

মনিবেগম। ভাই! আবার ভাই না! মানে?

পিক্রুস্। হামাকে যখন খাটির করিবে—টখন ভাই হাছে, by all means; যখন করিবে না—টখন ডুষমন হাছে—Sure enough.

মনিবেগম। এখন কি আছে?

পিক্রুস্। এখন কি হাছে এখন হামি কি করিয়া বলিবে? ঘড়ি ঘড়ি টুমাদের মেজাজ বড্‌লাইয়া যায় উহারভি, হামারভি। We are always changing, aren't we? হামরা সব রোজগার করিটে হাসিয়াছে, my friends.

মনিবেগম। তুমি আমাদের পক্ষে আছ?

পিক্রুস্। হালবাট্ হাছে। যে হামাকে পুষিবে—হামি টাহার পোষ কুট্টা হাছে।

য়্যাডাম্‌স্। মীরকাশিমভি পুষিটেছে—

পিক্রুস। ডাল ভ্যাট ডিয়া পুষিতেছে। বেগমসাহেবা হামাকে ঘিউ ভাট ডিয়া পুষিবেন!

মনিবেগম। নিশ্চয়। পিক্রস্ গুরগিনকে হাত ক'রতে হবে।

পিক্রস্। টাকা ছোড়িলে হাট হইবে, টাকা না ছোড়িলে বেহাট হইবে। হামার Father বলিয়া গিয়াছে।

য়্যাডাম্‌স্। কি বলিয়াছে ?

পিক্রস্। মরিবার সময় old man কিছু রাখিয়া যাইতে পারিল না—কেবল এই বুদ্ধিটা উইল করিয়া দিল ঃ পিক্রস্! গুরগিন! বেগর রূপেয়া কাহারও সাঠ বাট্ কড়িবি না!...হামরা কি করিবে।

য়্যাডাম্‌স্। ডেখ এ কামটা পাকা করিয়া করিটে পারিলে হামি গভর্ণরকে বলিয়া টোমাকে খালাস করিয়া ডিবে।

মনিবেগম। আর আমি তোমাকে প্রচুর অর্থ দেব।

পিক্রস্। ঠিক হইল। যেই দিন পিক্রস্ টাকা পাইবে ওই ডিন পিক্রস্ কাজে লাগিয়া যাইবে ; your faithful servant from that day onward. বিস্ওয়াসি বুটা হইবে।

য়্যাডাম্‌স্। All right—you wait outside—টোম বাহার ঠারো। —বাগো মট্।

পিক্রস্। টাকা না লইয়া বাগিবে সে বাণ্ডা হামি না আছে।

প্রস্থান

ভ্যান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস প্রবেশ করিল

ভ্যান্সিটার্ট। Good morning, Ex-Nawab. শুনিল হাপনি কারবালা যাইটে চাহিয়াছেন। সে খুব ভাল কঠা হাছে। বুড়া হইয়াছেন, এখন ঢর্ম-কর্ম না করিলে উদ্ধার হইবে কিরূপে ?

মীরজাফর। হ্যাঁ, সাহেব তাই কর—আমায় কারবালায় পাঠিয়ে দাও। লক্ষ লক্ষ টাকা এই হাতে তোমাদের দিয়েছি। তোমরা যথেচ্ছা খেয়েছ, পরেছ, কুড়িয়ে দেশে নিয়ে গেছ—বেইমানের তুলনা দিতে

মীরজাফরের নাম ছাড়া অন্য নাম কেউ জানেনা—সেই আমি—আমার মাসিক ভাতা—আজ দু'হাজার টাকা!

ভ্যান্সিটার্ট। টা হামরা কি করিবে—হাপনি হামাদের ডেনা শোঢ করিটে পারিলেন না—হাপনাকে স্ববেডারী হইটে সরাইটে হইল। হাপনার ভাটা হাপনারই জামাটা বণ্ডবস্ট করিয়া ডিয়াছেন। এখন হামরা নবাব মীরকাশিম আলির মট না লইয়া হাপনার ভাটা বাড়াইটে পারে না।

মীরজাফর। কাশিম আলি, কাশিম আলি—বড় বিশ্বাস ক'রে তাকে আমার প্রতিনিধি ক'রেছিলুম—তার প্রতিদানে আমাকে নবাবী থেকে বরতরফ করে সে আজ নবাব—আর আমি তার অনুগ্রহপ্রার্থী—বেইমান! বিশ্বাসঘাতক!

মনিবেগম। সাহেব, তোমরা কি এখনো মনে কর কাশিম আলি তোমাদের বন্ধু? তাকে দিয়ে তোমরা তোমাদের বাণিজ্যের সুবিধা করিয়ে নেবে? সে তোমাদের দেনা শোধ ক'রেছে—কেন তা জান?

ভ্যান্সিটার্ট। কোম্পানীর টাকা কোম্পানী পাইয়াছে আউর কিছু জানিবার কাম হামাদের নাই। হামরা বাণিজ্য করিটে হাসিয়াছে—বাণিজ্য করিটে পারিলেই হামরা খুশ ঠাকিবে।

মনিবেগম। মীরকাশিমের রাজত্বে আর সে আশা ক'রোনা সাহেব। বাণিজ্যের সুযোগ তো পাবেই না—এ দেশে বাস ক'রতে পার কিনা তাও সন্দেহ।

য়্যাডাম্‌স্‌। Right—বেগম ঠিক বাট্ বলিটেছেন। হামরাই উহাকে নবাবী ডিয়াছে, এখন ও হামাডের ডুষমন হইয়াছে—

ভ্যান্সিটার্ট। We should have adhered to the Treaty of Monghyr?

য়্যাডাম্‌স্। হাপনি উহাকে সন্ধি বলিটে চান—what do you mean ? হামাডের বাণিজ্যের কট ক্ষটি হইল।

কার্ণাক। বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অটিকার কোম্পানীর নোকরদের আছে। That has been decided by the majority in the council.

য়্যাডাম্‌স্। Ex-Nawab হাপনি ডুঃখ করিবেন না। অমিয়ট হার হে সাহেবকে দুট করিয়া হামরা মুঙ্গেরে পাঠাইয়াছি। টাহারা ফিরিয়া আসিলেই ঐ ডুবমনকে এক ডফে হামরা ডেখিয়া লইব। হামরা বাণিজ্য করিটে এ দেশে হাসিয়াছে বাণিজ্যের ক্ষটি হামরা সহিটে পারেনা।

মনিবেগম। আর কি দেখবে সাহেব ! কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলবে ব'লে সব গোরা আদমিদের মীরকাশিম তার সেনানায়ক গোলন্দাজ ক'রেছে। মুর্শিদাবাদে তোমাদের চোখের ওপর না থেকে মুঙ্গেরে বসে সল্লা-পরামর্শ চল্‌ছে। যাতে আর বেইমানি ক'রতে না পারে—তাই জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, সকলকে মুঙ্গেরে আটক রেখেছে। এখনও তোমাদের গভর্ণর মনে করেন, মীরকাশিমের রাজত্বে কোম্পানী সুখে বাণিজ্য ক'রবেন ?

কার্ণাক। Begam describes our position very clearly.

য়্যাডাম্‌স্। ডেখিটেছি স্ত্রী জাতি হইয়াও ডেশের হালচাল হাপনি ভাল বুঝিয়াছেন। অমিয়ট হার হে সাহেব মারফট্ হামরা যে প্রস্টাব পাঠাইয়াছি টাহাটে সম্মট না হইলে হামরা নবাবকে আক্রমণ করিব !

ভ্যান্সিটার্ট। But that will not be fair.

য়্যাডাম্‌স্। Why please ?

ভ্যান্সিটার্ট। Because নবাবের অটিকারে হস্টক্ষেপ না করিলে

হামাদের সাঠে ঝগড়া করিবার কোন মটলব মীরকাশিমের নাই।

য়্যাডাম্‌স্। But he has done it.

কার্ণাক। He had no business to abolish the duty on inland-trade.

য়্যাডাম্‌স্। টাঁহার প্রজাডের কেন কোম্পানীর সমান করিয়া বাণিজ্যের সুযোগ ডিল। কোন এর্ক্টিয়ার নাই।

নন্দকুমার। এইবার আপনি কিছু বলুন!

মীরজাফর। গভর্ণর সাহেব কি ব'লছেন?

য়্যাডাম্‌স্। গভর্ণর সাহেব বলিটে চান ডেশ হইটে বাণিজ্যের শুল্কটা একেবারে টুলিয়া ডিল—কালা গোরা সব এক করিয়া ডিল—টঠাপি নবাব মীরকাশিম—হামাদের ডুষমন নয়।

মীরজাফর। বরাৎ সাহেব, আমাদের বরাৎ। কোম্পানীর জন্যে এত ক'রেও আজ আমি রাজ্যচ্যুত—আর কোম্পানীর সঙ্গে দুষমনি ক'রেও মীরকাশিম আজ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবেদার!

হেষ্টিংস। The Nawab is surely within his rights to abolish trade-duty in his own territory.

ভ্যান্সিটার্ট। Can you produce a single instance of his molesting us in a single article of commerce?

মনিবেগম। সাহেব নিশ্চয়ই কাশিম আলির পক্ষে ওকালতি ক'রছেন?

য়্যাডাম্‌স্। সলপিটার সম্বন্ধে এলিস সাহেব যে complain করিয়াছে, উহার কি হইল?

ভ্যান্সিটার্ট। But those are aggravated complaints.

মনিবেগম। গভর্ণর সাহেব কাশিম আলির জন্য এ ওকালতি কেন ক'রছেন, আপনারা না জানলেও আমরা জানি—

কার্ণাক। হামরাও কিঞ্চিৎ জানি। অমিয়ট উহা নোট করিয়া রাখিয়াছে।

হেষ্টিংস। What do you mean ?

কার্ণাক। I mean what I say. It is believed—

হেষ্টিংস। Believed what ?

কার্ণাক। That Mr. Vansittart got seven lakhs by his visit to Monghyr.

ভ্যান্সিটার্ট। What !

য়্যাডাম্‌স্। And that's a good fee for any d—d—advocate.

হেষ্টিংস। Withdraw, otherwise—

য়্যাডাম্‌স্ এবং কার্ণাক। Rather we would repeat.

নন্দকুমার। এদের দেশেও দেখ্‌ছি হিন্দু মুসলমান আছে !

ভ্যান্সিটার্ট। Order ! Order ! we are looking very small before the Lady. Don't you see they are smiling in their sleeves ?

মনিবেগম। যে-বাণিজ্যের সুখ-সুবিধের জন্য আজ এই মারামারি—

হেষ্টিংস। মারামারি বলিবেন না—বলুন heated discussion—তীব্র হালোচনা।

মনিবেগম। হাঁ হাঁ—আলোচনা—আলোচনাই বটে। তা এত সুখ-সুবিধে চাইলে কি আমরাই দিতে পারতাম না ?

য়্যাডাম্‌স্। Of course ! হাপনি ঠিক বলিয়াছেন, মীরজাফর খাঁ বরাবর হামাদের সাঠে দোস্তি রাখিয়া কাম করিটেছে।

কার্ণাক। টঠাপি Governor টাহাকে মসনড হইটে হাটাইয়া ডিলেন।

একজন সিপাহীর প্রবেশ

সিপাই। হে সাহেব !

সকলে। Mr. Hay !

কয়েকজন। And Mr. Amiyatt ?

হে-র প্রবেশ

হে। Amiyait m u r d e r e d! Patna factory demolished—

ভ্যান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস ব্যতীত

সকলে। War ! War ! Revenge ! Revenge !

হে। জার্মান সমরু—হামাদের এলিস হার পাটনায় যাহারা সব হাছে—সকলকে হাটক করিয়াছে।

সকলে। War ! War ! Let us march at once—

ভ্যান্সিটার্ট। But Ellis and hundreds of our people are at Nawab's mercy.

হেষ্টিংস। Mind you, নবাব সংবাড পাইলে সকলকে কোটল করিবে। কাহাকেও উদ্ধার করিতে পারিবে না। Will that be desirable ?

য়্যাডাম্স্। টঠাপি হামি লোক ভয় পাইবে না। মীরকাশিমকে মসনদ হইটে সরাইটে হইবে।

ভ্যান্সিটার্ট। All right! We dethrone Mircosim from the masnad of Murshidabad and nominate—

সকলে। Our old ally and friend—

য়্যাডাম্স্। মীরমহম্মদ জাফর আলি খান বাহাদুর !

ভ্যান্সিটার্ট। Very well, মীরমহম্মদ জাফর আলি খান বাহাদুর! এটকাল হামি নবাব মীরকাশিমের কোন ডোষ ডেখিটে পাই নাই কিণ্টু জানিবেন যে ইংরেজ-রক্ট পাট করিবে, সে ডুনিয়ার ডুষমন, সেরা শয়টান। হামি এটকাল টাহার বন্ধু ছিলাম। কিণ্টু সে যখন হামার স্বজাটিকে মারিয়াছে—সে হামার জাটির ডুষমন—হামার ডুষমন—হামরা হাজ হইটে টাহাকে নবাবী হইটে বরখাষ্ট করিলো।

সকলে। Hear! Hear!

ভ্যান্সিটার্ট। এখন হামরা—হামাদের সর্টের খসড়া ডিটেছি—মীরজাফর খাঁ রাজী হইয়া সহি করিলেই হামরা আবার উহাকে নবাব বলিয়া সেলাম করিব।

মনিবেগম। নতুন ক'রে খসড়া আবার কি দেবে সাহেব? উনি তোমাদের সব সর্ত্তে রাজী ছিলেন—এখনও থাকবেন।

মীরজাফর। তোমাদের অনুগ্রহের ওপরেই যখন সব নির্ভর, তখন নবাব হলেও আমাকে তোমাদেরই গোলাম ব'লে জানবে সাহেব। বিনা দোষে এই গোলামের নবাবী কেড়ে নিয়েছিলে—

য়্যাডাম্‌স্। হাবার ডিটেছি—

কার্ণাক। হাবার যাহাটে কাড়িটে না হয় হাপনি সেই ভাবে কার্য্য করিবেন, টাহা হইলে হাপনি যটকাল বাঁচিয়া ঠাকিবেন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব ঠাকিবেন।

য়্যাডাম্‌স্। হাস্থন—নবাব হইয়া এবার যুদ্ধের বগুবষ্ট করুন—টঙ্কার বগুবষ্ট করুন।

কার্ণাক। নবাবী করিবেন—টঙ্কার বগুবষ্ট করিবেন না?

মীরজাফর। বেগম!

মনিবেগম। আমি দেব। যত তঙ্কা লাগে আমি দেব। ছিলাম নর্ত্তকী,

দয়া ক'রে মীরজাফর আমায় বেগম ক'রেছিলেন। সকলে আমায় বেগম ব'লেছে,—বলেনি শুধু একজন। জানো সাহেব সে কে?

য়্যাডাম্‌স্‌। মীরকাশিম?

মনিবেগম। মীরকাশিম নয়—মীরকাশিমের বেগম। মীরকাশিম আমার সঙ্গে বেইমানি ক'রেছে—আর তার বেগম ক'রেছে প্রকাশ্যে আমার অপমান। আমার সমস্ত অলঙ্কার বিক্রয় ক'রেও যদি তোমাদের যুদ্ধের খরচা যোগাতে হয় তাই জোগাব—কিন্তু বন্দী মীরকাশিমকে আমি উপহার চাই—আর সেই সঙ্গে চাই তার বেগম।

সাহেবগণ। Right O! Now Governor!

ভ্যান্সিটার্ট। Let Adams take charge of the Army and capture Murshidabad. On no account should Mircosim be allowed to sit again on the throne of Bengal—অমিয়টকে হত্যা করিয়াছে, পাটনার ফ্যাক্টরী ধ্বংস করিয়াছে, এলিস সাহেব আর সব সাহেব-লোকডের কয়েড করিয়াছে—শয়তান মীরকাশিমকে এমন সাজা ডিব সারা বাংলা দেশটা কাঁপিয়া উঠিবে।

য়্যাডাম্‌স্‌ প্রভৃতি। Hear! Hear!

দ্বিতীয় দৃশ্য

মুঙ্গের দুর্গে মন্ত্রণাগার

জগৎশেঠ, মহাতাবচাঁদ, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, পিদ্রুস,
নজাফ খাঁ ইত্যাদি সকলে দুই তিন দলে
বসিয়া কথা কহিতেছেন

রাজবল্লভ। তা হ'লে কাটোয়া গিরিয়া দুই জায়গায়ই নবাব ঘাল হয়েছেন—

জগৎশেঠ। ভগবান মুখ রেখেছেন—ভাগ্যে আমরা সব নবাবের চোখের উপর আছি, নইলে আমরাই বদনামের ভাগী হতাম!

রায়দুর্লভ। বলা যায় না, আমরা সব ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো, বদনাম দিলেই হ'ল।

পিক্রস্। হামার সবই সমান—নবাব বলেন, হামি ডুষমন হাছে—কোম্পানী ভি বলে হামি ডুষমন হাছে—টাই হামাকে এট ডিন আটক করিয়া রাখিয়াছিল। পুরানা নবাব মীরজাফর ভি বলে হামি ডুষমন হাছে—লেকেন, হাঁ মনিবেগম বলে, হামি কাজের লোক হাছে। মেহেরবানি করিয়া হামাকে ছোড়াইয়া ডিয়াছে।

রাজবল্লভ। তাহ'লে মনিবেগমের সঙ্গে—খোজাসাহেবের দেখা শোনা হচ্চে।

পিক্রস। তা কাম করিটে হইলে ডেখা করিটেই হইবে। হামাকে মনিবেগমের কাছে ভি যাইতে হয়—ভাইয়ের কাছে ভি হাসিটে হয়। হামি কাজের লোক হাছে—কাজ করিয়া টো খাইটে হইবে। আবার Father-এর একটা উইল ভি হাছে। ভাইয়ের সহিত উহার হালোচনা ভি হাছে।

গুরগিন খাঁর প্রবেশ

গুরগিন খাঁ। Look here পিক্রস্, হামি পসন্দ করিনা—টুমি একডকে এ-টরফ এক ডকে ও-টরফ যানা-আনা কর! তোমার সে মটলব হইলে হামাকে ছুট্টি কর ভাই। Don't come to me any more; হামার কাছে হাসিও না। এখন হামি নবাবের General হাছে, যে হডামী ডু-টরফ আনা-যানা করে—হামি টাহার সাঠে বাট্ করিটে পারে না। No, Never.

পিক্রস্। নবাবের General হাছে—ওটো ঠিক হাছে, লেকেন হামি ভি টো ভাই হাছে—you can't deny that, can you? ভাই

কেমন হাছে, কেমন রোজগার করিটেছে, নবাব কেমন বিসওয়াস্ করে, Father-এর উইলটার কি হইবে—এ সব খবর ভি ভাইকে করিটে হয়।

গুরগিন খাঁ। No you needn't—টোমার কিছু করিটে হোবে না। হামাদের মন বহুট্ খারাপ হাছে—বার বার হামাডের defeat হইটেছে—ইহার একটা বণ্ডবস্ট না করিলে হামরা ঠিক হইটে পারিটেছে না।

পিক্রস্। আচ্ছা ভাই তুমি ঠাক, হামি যাইতেছে। লেকেন ভাই টোমার ডুযমন নয়—এটা ইয়াড রাখো।

আরাব খাঁর প্রবেশ ; তাহার হাতে লাল ইস্তাহার

আরাব খাঁ। দেখেছেন শেঠজি—

জগৎশেঠ, আরাব খাঁ, নিবিষ্টচিত্তে ইস্তাহার দেখিতে লাগিল

গুরগিন খাঁ। কি খাঁ-সাহেব, হাপনারা এক সাঠ হইয়া কি পড়িটেছেন ?

আরাব খাঁ। কোম্পানীর ইস্তাহার—

গুরগিন খাঁ। কি ইষ্টাহার ?—

আরাব খাঁ। (পাঠ) নবাব মীর মহম্মদ কাশিম আলি খাঁ ইংরাজ জাতির বিরুদ্ধে এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য শত্রুতা করায় এবং করিতে থাকায়—

নজাফ খাঁ। মিথ্যা কথা। একেবারে মিথ্যা। পাটনা ফ্যাক্টরীর এলিস প্রকাশ্য শত্রুতা সুরু করে—পাটনা দখল করে—নিরীহ অধিবাসীদের হত্যা করে—

রায়দুর্লভ। ও প্রতিবাদ এখানে না ক'রে কোম্পানীর কাছে গিয়ে করুন—(আরাব খাঁকে) পড়ুন খাঁ সাহেব। সব শুনে রাখা ভাল।

আরাব খাঁ। (পাঠ) আমরা ইংরাজ জাতির এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ হইতে উক্ত নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইতেছি এবং মীর মহম্মদ জাফর আলি খাঁ বাহাদুরকে বাংলা-বিহার এবং উড়িষ্যার নবাব স্বীকার করিয়া ঘোষণা করিতেছি—

মীরকাশিম প্রবেশমুখেই ঐ ঘোষণা শুনিতে পাইয়া চমকিয়া উঠিলেন।
দেহ-রক্ষীর হাত হইতে তরবারি লইয়া বলিলেন—

মীরকাশিম। বটে ! তোমরা—তোমরাই মীরজাফরকে—

গুরগিন খাঁ। নবাব বাহাদুরের ভুল হইয়াছে। উহা ইহারা ঘোষণা করিতেছে না—কোম্পানী করিতেছে—

নজাফ খাঁ। কিন্তু কে বিলি ক'রছে ?

আরাব খাঁ। জানা যাচ্ছে না—অথচ খুব বিলি হচ্ছে।

মীরকাশিম। হুঁ, 'জানা যাচ্ছে না অথচ খুব বিলি হচ্ছে।' হুঁ ! মীরজাফর নবাব ঘোষিত হ'লেন। তারপর মীরকাশিম কি হল ?

আরাব খাঁ। জনাব কি আমাকে এই অশিষ্ট ইস্তাহার জনাবের সম্মুখেই পাঠের জন্য আদেশ ক'রছেন ?

মীরকাশিম। মীরকাশিমের কি হবে জান্‌ব না ! ইস্তাহারে কী লিখছে পড়।

আরাব খাঁ। (পাঠ) "আমরা এতদ্বারা আমাদের অধীনস্ত সকল প্রকারের লোকদের নিকট এই দাবা করি এবং অন্যান্য কর্মচারী ও দেশবাসীর নিকট এই নিমন্ত্রণ পাঠাই যে, তাহারা যেন মীর মহম্মদ জাফর আলি খাঁর..." উঃ জনাব ! আর আমি পড়তে পারছিনা।

মীরকাশিম। প'ড়তেই পা'রছ না ! কেন ? আমার মানহানি হবে ? তার কি কিছু বাকী আছে আরাব খাঁ ? তুমি পড়, আমি শুনি—

আরাব খাঁ। (পাঠ) উক্ত কাশিম আলি খাঁর দুষ্ট বুদ্ধি সমূহকে পরাভূত করিয়া উক্ত মীর মহম্মদ জাফর আলি খাঁ বাহাদুরকে সুবেদারিতে সুপ্রতিষ্ঠ করিবেন……

মীরকাশিম। এই নিমন্ত্রণ তোমাদের কাছে এসেছে। তা তোমরা কী ক'রবে ঠিক ক'রলে? নিমন্ত্রণ এসেছে—

গুরগিন খাঁ। হামি এই ইষ্টাহার Bonfire করিবে। উহারা মুঙ্গেরের ডিকে আসিটেছে—উডয়নালায় হামি উহাডের ডেখিয়া লইবে। ডেখিবেন নবাব!

নজাফ খাঁ। থামো সাহেব, আর বড়াই ক'রো না। কাটোয়া গিরিয়ায় তোমাদের বীরত্বের যে নিদর্শন দেখিয়েছ—তাতে আর 'কোম্পানীকে দেখে নেবে' এ-কথা তোমার মুখে খাটে না। উদয়নালায় যা হবে তা জানি।

গুরগিন খাঁ। মানহানি সূচক কঠা কহিবেন না। I demand… টোমার মনে কি খুলিয়া বল—

নজাফ খাঁ। হাঁ, ব'লব। তোমরা নবাবের বেতন-ভোগী সৈনিক বৈ তো আর কিছু নও। চাকরী বজায় রাখ্‌তে হবে তাই তোমরা যুদ্ধ ক'রছ। এ যুদ্ধ তোমাদের জীবন-মরণ সমস্যা নয়। তা যদি হ'ত, তবে গিরিয়ায় কাটোয়ায় এ লাঞ্ছনা আমাদের হ'ত না। সুতীতে ইংরেজ হেরে গিয়েছিল, তাদের দুর্দ্দশা দেখে তোমার দুইশত গোরা-গোলন্দাজের প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ল। ইংরেজরা তাদের যেই ডেকে ব'লল—আমরাও গোরা, তোমরাও গোরা, আমরা ইয়োরোপের ভাই—অমনি তোমার দুইশ' গোলন্দাজ তাদের পক্ষে গিয়ে যোগ দিল। তোমরা যুদ্ধ ক'রছ দেশের জন্য নয়—তোমরা যুদ্ধ ক'রছ "তঙ্কার" জন্য। আমি মিথ্যা ব'লছি গুরগিন খাঁ?

গুরগিন খাঁ। টাহারা rebels—বিড্রোহী। হামার দেশের লোক বলিয়া টাহাদের আমি ছাড়িব না—ঢরা পড়িলে টাহারা হামার হাটে কুট্টার মটো মরিবে। I will shoot them like dogs ; কিন্টু বংগালী হইয়া যাহারা বংগলার সর্বনাশ করিল—ডেশী-লোক হইয়া যাহারা ডেশকে ডুবাইল—যাহারা স্বডেশের স্বাটীনতা বিদেশীর হাটে টুলিয়া দিল—টাহাদের কি সাজা হইবে বলিবে কি?—কাটোয়ায় টকী খাঁ যুদ্ধে জিটিয়া যাইতেছে—ইংরাজ পলাইটেছে—এমন সময় নবাবের ফৌজডার সৈয়ড মহম্মড খাঁ বেইমানি করিয়া সৈন্ডদের হটাইয়া লইল। টকী খাঁ হারিয়া গেল—মরিয়া গেল! গিরিয়ায় ইংরেজ পলাইটে লাগিল—শের আলি টাহাদের ডাকিয়া আনিয়া জিটাইয়া দিল! কোনো ডেশে এমন কেহ ডেখে নাই। ইহাডের কী সাজা হইবে হামি ভাবিয়া পাইনা। টুমি বলিয়া ডিবে কি?

মীরকাশিম। কি শাস্তি হবে শুন্‌বে গুরগিন খাঁ?—আমি ব'লতে পারছি না—এক জীবনে শেষ হবে না—এ শাস্তি ভোগ ক'রতে হবে যুগে যুগে—বংশ পরম্পরায়। যাক্ সে কথা। গুরগিন খাঁ, উদয়নালায় আমাদের শেষ চেষ্টা—আমি নিজে যাব।

গুরগিন খাঁ। হাপনি যাবেন সেটা আনণ্ডের কথা। কিন্তু নবাব, হাপনার মূল্যবান জীবন—একটা গুলীর উপর ছাড়িয়া দেওয়া উচিট হইবে কি? কাটোয়ায় হার হইল—গিরিয়ায় হার হইল—টবু নবাব হাছেন বলিয়া হামরা খাড়া হাছি—টাকা মিলিটেছে, লোকজন মিলিটেছে—কাজ যেমন চলিটেছিল, টেমনি চলিটেছে।

রায়দুর্লভ। গুরগিন খাঁ ঠিক ব'লেছেন, নবাবের মূল্যবান জীবন বিপন্ন করা কোন কাজের কথা নয়।

রাজবল্লভ। আমারও ঐ কথা।

জগৎশেঠ। না জনাব, যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়াটা সমীচীন হবে না।

মীরকাশিম। কিন্তু তকী খাঁর সেই শোচনীয় মৃত্যু—

গুরগিন খাঁ। টকা মরিয়াছে—হামি খাড়া আছি। হামি মরিলে সমঝ খাড়া হইবে। লড়াই হাছে—হার-জিত হাছে—নবাব খাড়া ঠাকিলে সবই খাড়া রহিল। নবাব গেলে সবই গেল!

মীরকাশিম। বেশ! গুরগিন, আমি যাব না—উদয়নালার সম্পূর্ণ ভার তোমাকেই দিলাম। উদয়নালাতেই আমার ভাগ্য-নির্ণয় হবে। জগৎশেঠ, মহাতাপচাঁদ, রাজা রায়দুর্লভ, রাজা রাজবল্লভ আপনারা যেমন নবাবের জীবন মূল্যবান জ্ঞান করেন—আপনাদের নবাবও আপনাদের জীবন সেইরূপই মূল্যবান মনে করেন। উদয়নালার যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনারা সপরিবারে দুর্গমধ্যেই অবস্থান ক'রবেন—এই আমার অভিপ্রায়।

রাজবল্লভ। নবাবের আজ্ঞা শিরোধার্য।

মীরকাশিম। বেশ, আপনারা যান—নিরাপদে থাকবার জন্য দুর্গে আসবার ব্যবস্থা করুন।

পরম উদ্বেগের সঙ্গে জগৎশেঠ, রাজবল্লভ ও
রায়দুর্লভের প্রস্থান

মীরকাশিম। গুরগিন, তুমি সামান্য অবস্থায় জীবন যাপন ক'রতে—

গুরগিন খাঁ। সে হামার মনে হাছে, জনাব। গজ মাপিয়া কাপড় বেচিতাম—

মীরকাশিম। সেই অবস্থা থেকে তোমায় আমি আমার সেনাপতিপদে তুলেচি—ধন, মান, অর্থ, প্রতিপত্তি—আমি তোমায় সব দিয়েছি—সব থেকে বড় কথা গুরগিন, তোমার ওপর আমার আস্থা আছে, বিশ্বাস আছে—

গুরগিন খাঁ। এ সব কঠা কহিয়া নবাব হামাকে লজ্জা ডিটেছেন—

মীরকাশিম। বিশ্বাসঘাতকতা দেখে দেখে আমার মন অবিশ্বাসী হ'য়ে উঠেছে—আমাকে ক্ষমা ক'রো। মনে রেখো, একটা দেশের, একটা জাতির স্বাধীনতা—আজ তোমার উপর নির্ভর ক'রছে। দুর্ভেদ্য উদয়নালায় আমার যে সৈন্য-সমাবেশ হ'য়েছে, তাতে আমাকে পরাজিত ক'রতে পারে, এমন শক্তি ইংরেজের নেই—কারো নেই। উদয়নালা আমার জীবনের পরম সাধনা—চরম রচনা!

গুরগিন। হামি টার ভার লইলাম, জনাব। কি করি ডেখিয়া লইবেন। Good bye!

মীরকাশিম। এসো।

গুরগিন খাঁর প্রস্থান

মীরকাশিম। আরাব আলি! প্রতিপক্ষ যদি তোমাকে উৎকোচ দিতে চায়—কত উৎকোচ দিতে পারে?

আরাব আলি। জনাব! জনাব!

মীরকাশিম। খুব বেশী হ'লে, এক লক্ষ। দু'লক্ষ? আমি তোমায় সমগ্র মুঙ্গের অর্পণ ক'রছি—বিশ্বাসঘাতকতা ক'রো না। তাতেও যদি তৃপ্ত না হও—তুমি কি চাও, বল, অসঙ্কোচে বল, কিন্তু বেইমানি—বেইমানি ক'রো না আরাব আলি! নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য একটা স্বাধীন জাতিকে একটা স্বাধীন দেশকে বিদেশীর কাছে বিক্রয় ক'রোনা। বল ক'রবে না?

আরাব আলি। দাসকে অনর্থক সন্দেহ ক'রে লজ্জা দিচ্ছেন জনাব! মুঙ্গের দুর্গের জন্য নবাব নিশ্চিন্ত থাকুন!

মীরকাশিম। তরবারি স্পর্শ ক'রে শপথ কর ইমান রাখবে।

আরাব আলি। নিশ্চয়! এই তরবারি স্পর্শ ক'রে শপথ ক'রছি ইমান রাখ্‌ব।

মীরকাশিম। নিশ্চিন্ত হ'লাম। যাও, আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হও।

আরাব আলির প্রস্থান

মীরকাশিম। নজাফ! দেশের—জাতির—আজ চরম মুহূর্ত। শপথ কর নজাফ খাঁ—

নজাফ খাঁ। না জনাব! যদি আমি সত্যই বেইমান হই, শপথের মূল্য কি? নবাব! এ দেশ শুধু আপনার নয়, আমারও।

মীরকাশিম। নজাফ! নজাফ! আর মাত্র একজনের কাছে এ কথা শুনেছিলাম—সে আজ নেই, দেশের জন্য প্রাণ বলি দিয়েছে।

নজাফ খাঁ। তকী খাঁ?

মীরকাশিম। তকী খাঁ! তকী খাঁ! নজাফ! বন্ধু! তুমি কী ভার নেবে আজ?

নজাফ খাঁ। যুদ্ধের ভার নয়; নবাবের যা সৈন্যবল, অস্ত্রবল—নবাবের যেরূপ দুর্ভেদ্য দুর্গ—তাতে মীরজাফর এবং কোম্পানীর সঙ্গে যুদ্ধের কোন প্রশ্নই ওঠেনা।

মীরকাশিম। কিন্তু তারাই জিতছে!

নজাফ খাঁ। কিন্তু তারাই জিতছে! বিবেচনা ক'রে দেখুন, কেন জিতছে?

মীরকাশিম। আমাদেরই বেইমানিতে।

নজাফ খাঁ। আমাদেরই বেইমানিতে। আমি ভার নিলাম, জনাব—এই সব বেইমানদের কুকুরের মতো গুলী ক'রে মারবার। যদি সব বেইমানদের চিনতে পারতাম, মারতে পারতাম—যুদ্ধই হ'তো না; আজ কোম্পানী এসে নতজানু হ'য়ে নবাবকে কুর্ণিশ ক'রত!

মীরকাশিম। সত্য—অতি সত্য। কিন্তু তাদের সব সময় চিনে উঠতে পারি কই? তবু যাদের পেরেছি—জগৎশেঠ—রায়দুর্লভ—রামনারায়ণ—রাজবল্লভ! মুঙ্গেরে তাদের নজরবন্দী করে রেখেছি—সন্দেহ হচ্ছে…মীরজাফর তাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছে…রাজদ্রোহিতা ক'রছে কিন্তু…না—এখনো অকাট্য প্রমাণ পাইনি—আমি বিচার ক'রবো না।

ফতেমার প্রবেশ

ফতেমা। অকাট্য প্রমাণ যার সম্বন্ধে পেয়েছেন, তার কী শাস্তি জনাব ?

মীরকাশিম। বেগম !

নজাফ খাঁর প্রস্থান

ফতেমা। নবাবের বেগম এ পরিচয়ে আমি দরবারে আসিনি। আজ আমার পরিচয়—আমি বাংলার এক পুরনারী, বাংলার এক প্রজা। নবাব-দরবারে আমার অভিযোগ আছে।

মীরকাশিম। অভিযোগ ! কার বিরুদ্ধে ?

ফতেমা। নবাবের আর এক প্রজা রাজদ্রোহ ক'রেছে। তার বিদ্রোহের ফলে রাজ্যের শান্তিভঙ্গ হ'য়েছে, অগণ্য প্রজার ধন-প্রাণ বিপন্ন হ'য়েছে—প্রমাণ এই ইস্তাহার ! রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা বা যুদ্ধের সহায়তা করার শাস্তি প্রাণদণ্ড। অভিযোগ প্রমাণিত। নবাব, দণ্ড-ঘোষণা করুন।

মীরকাশিম। ফতেমা।

ফতেমা। বেগমের পিতা ব'লে, দেশের আইনের ঊর্ধ্বে নন। নবাব তার দণ্ড-বিধান করুন।

মীরকাশিম। আইনের ঊর্ধ্বে তিনি নন—কিন্তু আজ তিনি নবাবের আয়ত্তের বাইরে !

ফতেমা। আয়ত্তের বাইরে যারা, তাদের মস্তকের জন্য তো পুরস্কার ঘোষণা করা যেতে পারে !

মীরকাশিম। হঠাৎ তুমি এতটা উত্তেজিত হ'য়ে উঠছ কেন ফতেমা ?

ফতেমা। ইস্তাহারে কি লেখা আছে, নবাব তা অবগত আছেন ?

মীরকাশিম। মীরকাশিমকে গদীচ্যুত ক'রে মীরজাফরকে নবাব ঘোষণা করা হ'য়েছে।

ফতেমা। তাহ'লে আপনার সভাসদরা আপনার প্রতি অসীম করুণায় সম্পূর্ণ ইস্তাহার আপনার সম্মুখে পাঠ করেন নি।

মীরকাশিম। তাই নাকি! কী সেই অপঠিত অংশ?

ফতেমা। স্পর্ধা এই দুর্বৃত্তদের—নবাবের শিরের জন্য তারা পুরস্কার ঘোষণা ক'রেছে!

মীরকাশিম। বিদ্রোহীদের পক্ষে সবই সম্ভব।

ফতেমা। নবাবের শিরের জন্য যদি পুরস্কার ঘোষণা হ'তে পারে, তবে নবাব কি বিদ্রোহীর শিরের জন্য পুরস্কার ঘোষণা ক'রতে পারেন না?

মীরকাশিম। তাতে তো এ যুদ্ধের অবসান হবে না ফতেমা! যুদ্ধ ঘোষণা ক'রেছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। কিন্তু কোম্পানীকে সাহায্য ক'রছে একা তোমার পিতা মীরজাফর নয়—সাহায্য ক'রছে স্বার্থান্বেষী শত শত মীরজাফর! আজ যদি দেশের সমস্ত মীরজাফরকে উচ্ছেদ ক'রতে পারতাম! আমার শিরের কি মূল্য ধার্য হ'য়েছে?

ফতেমা। লক্ষ টাকা এবং কোম্পানীর নানাবিধ অনুগ্রহ—চাকরী —খেতাব!

মীরকাশিম। লক্ষ টাকা! কে দেবেন? তোমার পিতা?

ফতেমা। না, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। আমি জানি এ টাকা জোগাবে পিতার সেই নাচওয়ালী বাঁদী···

মীরকাশিম। মনিবেগম। এ সংবাদ তুমি কোথায় পেলে?

ফতেমা। চরমুখে পিতা জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে উপদেশ পাঠিয়েছেন—অজেয় ইংরেজের সঙ্গে বৃথা যুদ্ধ না ক'রে আমরা যেন সুবা ছেড়ে পালিয়ে যাই—অন্য কোন নিরাপদ আশ্রয়ে!

মীরকাশিম। কন্যার বৈধব্য-ভয়-ভীত পিতার উপযুক্ত উপদেশ!

ফতেমা। না। এ সেই নাচওয়ালীর বুদ্ধি। ভবিষ্যতে যাতে

নাজামদ্দৌলা নিষ্কণ্টকে সিংহাসনে ব'সতে পারে, তাই নবাবকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার বাইরে পাঠানো একান্ত আবশ্যক !

মীরকাশিম। মনিবেগম ! নাচওয়ালী মনিবেগম ! তুমি তাকে তো কখনো বেগম ব'লেই সম্বোধন কর নি—তাই তোমাকে তিনি দেখাবেন, তিনি শুধু নবাব-বেগম নন, নবাব-মাতাও হবেন তিনি !

ফতেমা। এক নাচওয়ালীর পুত্র বাংলার মসনদে ব'সবে—তা দেখবার পূর্বে যেন আমাদের মৃত্যু হয় !

বাঁদীর প্রবেশ

বাঁদী। বেগম-সাহেবার সাক্ষাৎ প্রার্থী—এই তার নিদর্শন !

ফতেমা। একি ! এযে……তাকে এখানে নিয়ে আয় !

বাঁদীর প্রস্থান

এযে পিতার সাঙ্কেতিক অঙ্গুরী ! কে এল ?

মীরকাশিম। হয়তো—স্নেহ-কাতর পিতা কন্যাকে কোন গোপন সংবাদ পাঠিয়েছেন ! তাহ'লে আমার বেগমেরও একটা মন্ত্রগুপ্তি আছে ! কম তো নও ! মীরজাফরের কন্যা, মীরকাশিমের স্ত্রী একাধারে !

প্রস্থানোদ্যত

ফতেমা। যাবেন না জনাব।

মীরকাশিম। না—না, পিতা-পুত্রীর কথার মধ্যে আমি কেন ! আমি শুধু দেখব—কে হারে কে জেতে !—মীরজাফরের কন্যা কিম্বা মীরকাশিমের বেগম !

প্রস্থান

অন্যদিক দিয়া বাঁদীসহ চরের প্রবেশ। চর কুর্ণিশ করিয়া পত্র বাহির করিল
বাঁদী সে পত্র লইয়া বেগমকে দিল

ফতেমা। (বাঁদীকে) যাও। চলে যাও, এখানে এখন যেন কেউ না আসে !

বেগম পত্র পড়িতে সুরু করিতেই চর সেই অবসরে তাহার ছদ্মবেশ ত্যাগ করিল

ফতেমা। (পত্র পাঠান্তে চরের দিকে তাকাইয়া বিস্মিতস্বরে) নাজামদ্দৌলা!

নাজাম। যাক্, বহিন, তার ভাইকে চিনতে পেরেছে!

ফতেমা। ভাই!—না শত্রু!

নাজাম। যুদ্ধ যখন একটা হচ্ছে—মিত্র যে নয়, সে তুমিও জানো আমিও জানি! কিন্তু রক্তের সম্বন্ধটা যাবে কোথায়?

ফতেমা। তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ আছে, এ কথা স্বীকার ক'রতে আমি ঘৃণা বোধ করি!

নাজাম। কিন্তু তোমার পিতা আমাকে পুত্র বল্‌তে ঘৃণা বোধ করেন না!

ফতেমা। আমি আমার পিতৃ-পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করি। আমার জীবনের একমাত্র লজ্জা আমি মীরজাফরের কন্যা। আমার জীবনের একমাত্র অভিশাপ, আমি মীরজাফরের সন্তান! বাংলা-দেশে এ পরিচয় আর দিয়োনা নাজামদ্দৌল্লা! দেশের স্বাধীনতা রক্ষা ক'রতে পলাশীর রণক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে যে সামান্য সৈনিক—অথবা বাংলার স্বাধীনতার পতাকা বহন করাতে লাঞ্ছিত হ'য়েছে যে কৃষক—আজ যদি আমি তাদের কারো কন্যা হ'তাম, তবে সগর্বে—সগৌরবে গিয়ে দাঁড়াতাম ঐ মীরজাফরের সামনে—গিয়ে সুস্পষ্টকণ্ঠে তাকে ব'লতাম আমি বাংলার মেয়ে—তোমাকে ঘৃণা করি—ঘৃণা করি! তার জন্য যদি কারারুদ্ধ হ'তাম—যদি নিহত হ'তাম—সে হ'ত আমার অধিকতর গর্ব্ব—আমার অধিকতর গৌরব!

নাজাম। তুমি তোমার পিতৃ-পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ ক'রছ। কিন্তু সেই পরিচয়েই আজ আমার এখানে আসবার সার্থকতা!

ফতেমা। তোমার এতদূর দুঃসাহস!

নাজাম। তাতেই বুঝতে পার, কি গুরুতর প্রয়োজনে আমি এসেছি।

ফতেমা। তোমাকে—তোমাকে বন্দী করা হবে।

নাজাম। তাতে যুদ্ধটা আরও গুরুতর হবে। জানো তো, এ যুদ্ধ আমারই জন্য? চালাচ্ছেন আমার মা। বাবাকে মসনদে বসাতে নয়—তিনি এর আগেও ব'সেছেন—বসাতে আমাকে। এ জন্য মা অলঙ্কার বিক্রী ক'রে কোম্পানীর যুদ্ধের খরচা জোগাচ্ছেন! কাজেই একমাত্র আমার বধেই তোমাদের জয়—বন্ধনে নয়!

ফতেমা। তা হ'লে বধই করতে হবে।

নাজাম। (উচ্চতরস্বরে) এই কে আছিস—একটা জল্লাদকে ডেকে দে!

রক্ষীর প্রবেশ। কিন্তু ফতেমার ইঙ্গিতে তাহার প্রস্থান

ফতেমা। তোমার মতলবটা কি?

নাজাম। ব'লতে অবসর পাচ্ছি কই।

ফতেমা। বল—

নাজাম। তাই বল। ব'সো।

দুজনে বসিলেন

এলাম বোনের বাড়ী। ভাবলাম, একটু আরাম ক'রব—আয়েস ক'রব—

ফতেমা। নাজাম—

নাজাম। তা ভাই ব'লেই স্বীকার কর না; উপরন্তু গালাগাল আর গালাগাল। তা আমার বোন বলা আটকাচ্ছে কে? ওরে কে আছিস—সরবৎ টরবৎ কিছু আন—

ফতেমা। নাজামদ্দৌল্লা!

নাজাম। ন্যাঃ, বসা আর চ'লল না। (কৃত্রিম কোপে) তুমি যা ভেবেছ তা হবে না।

ফতেমা। তার মানে?

নাজাম। বাবা লিখেছিলেন, "ফতেমা! কাশিম আলিকে নিয়ে বাংলার বাইরে পালিয়ে যাও।" তার উত্তরে তুমি লিখলে, "তুমিই বরং আমাদের এখানে পালিয়ে এস!"—ভেবেছ, বাবা পালিয়ে আসবেন তোমার কাছে!

ফতেমা। তিনি লিখেছিলেন ব'লেই আমিও লিখেছিলাম। আমি তাঁকে পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে বলেছিলাম!

নাজাম। তার উত্তরে এবার তিনি কী জবাব দিয়েছেন?

ফতেমা। সে লজ্জাকর জবাবটা তো তুমি জানো!

নাজাম। না, জানি না।

ফতেমা। পত্র বহন ক'রে এনেছ তুমি,—তুমি জানো না!

নাজাম। না। তুমি কি ভেবেছ, আমি এখানে পিতামাতার জ্ঞাতসারে এসেছি? তবে কি আমি আসতে পারতাম? দূতের হাত থেকে পথে এ পত্র কেড়ে নিয়ে তবে এসেছি!

ফতেমা। তুমি মনিবেগমের পুত্র—সাধারণ কোন অভিসন্ধি নিয়ে যে তুমি আসো নি, তা খুবই বুঝি।

নাজাম। এ কথা সত্য। পিতা তোমার এখানে পালিয়ে আসছেন—এই জবাবই বোধ হয় পেয়েছ?

ফতেমা। তিনি আসবেন?—তাহ'লে তাঁর নামই যে মিথ্যা হ'য়ে যায়! তাই তিনি স-দুঃখে লিখেছেন, "না ফতেমা! কি ক'রে যাই! শৃঙ্খলে আমার হাত পা আবদ্ধ!" আবদ্ধই বটে!

নাজাম। 'শৃঙ্খলে আমার হাত পা আবদ্ধ'—বাবা লিখেছেন?

ফতেমা। আশ্চর্য! মেয়ের সঙ্গেও চাল চেলেছেন!

নাজাম। বহিন্! বহিন্! জীবনে বোধ হয় এই একটিবার বাবা সত্য কথা ব'লেছেন।

ফতেমা। এই কথা তুমি আমায় বিশ্বাস ক'রতে বলছ!

নাজাম। এই কথাই আমিও ব'লতে এসেছি বহিন্! এত বড় দাসত্ব আমি দেখিনি। সুবে-বাংলার স্বাধীন-নবাব আমরা দেখেছি—স্বাধীন দেশে আমরা জন্মেছি—স্বাধীনতা ভোগ ক'রেছি—শির উঁচু ক'রে কথা বলেছি—কখনো মাথা হেঁট করিনি—আর আজ!

ফতেমা। নাজাম!

নাজাম। আজ কি জানো? প্রতি পদে প্রতি কথায় ভ্যান্সিটার্ট সাহেবের অনুমতি নিতে হচ্ছে—কোম্পানীর সাহেবদের কুর্ণিশ ক'রছি—তাঁরা দাবী ক'রছেন, আমাদের মেটাতে হচ্ছে—তাঁদের রক্ত-চক্ষু দেখলেই আমাদের হৃৎকম্প হচ্ছে, তাঁদের প্রসন্ন মুখ দেখলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। কি ছিলাম, কি হয়েছি! পিতাকে বলি, কেন? মাতাকে বলি, কেন? তাঁরা শুধু বলেন, চুপ! চুপ! কিন্তু আমি জানি, কেন! স্বার্থ-সিদ্ধি! দেশের স্বার্থ বলি দিয়ে নিজের স্বার্থ-সিদ্ধি!

ফতেমা। নাজাম! নাজাম! ভাই! তুমি বুঝেছ?

নাজাম। বুঝেছি বহিন্! বুঝেছি ব'লেই এসেছি। প্রজার স্বার্থ কিছু নয়—জাতির স্বার্থ কিছু নয়—দেশের স্বাধীনতা কিছু নয়!—সব-কিছু ঐ বাংলার মসনদ—সেই মসনদে এক দিন ব'সবে নাজামদ্দৌল্লা তাই এ যুদ্ধ! কিন্তু স্বাধীন বাংলার বাচ্চা আমি।—বিদেশী বণিকের পদলেহন ক'রে, অমন সিংহাসনে আমি বসতে চাই না। অমন মসনদে আমি পদাঘাত করি। স্বাধীনতার একটা পতাকা আমায় দাও বহিন্—স্বাধীনতার একটা পতাকা আমায় দাও—রাজার হ'য়ে, দেশের হ'য়ে, আমায় ম'রতে দাও। আমায় বাঁচতে দাও!

অন্তরালে অবস্থান করে মীরকাশিম সবই দেখছিলেন।

তিনি এগিয়ে এলেন

মীরকাশিম। কে আছিস, ঐ বালককে বন্দী কর্।

সঙ্গে সঙ্গে রক্ষিগণ আসিয়া নাজামদ্দৌল্লাকে বন্দী করিল

ফতেমা। স্বামী! স্বামী! ও আমার ভাই! ওকে তোমার পতাকা দাও—ওকে তোমার পাতাকা দাও।

মীরকাশিম। (কর্ণপাত না করিয়া) খুব গোপনে একে উদয়নালায় নিয়ে মুক্ত ক'রে দিবি।

নাজাম। জনাব! জনাব!

মীরকাশিম। আমার সঙ্গে সঙ্গে এ যদি ধ্বংস হয়—দেশ গেল! কিন্তু এ যদি বাঁচে—আশা হয়, এ দেশ আবার জাগবে—আবার জাগবে।......

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ইংরেজ শিবিরের বহির্ভাগ। অদূরে উদয়নালা দুর্গ দেখা যাইতেছে। ইংরেজ প্রহরী পাহারা দিতেছে। সন্ধ্যা

জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ, মীরজাফর, মনিবেগম, নন্দকুমার

রায়দুর্লভ। জনাবের জরুরী তলব আগেই পেয়েছিলাম! কিন্তু যে পাহারায় ছিলাম তাতে গঙ্গার পারে যে হাওয়া খাব সে উপায়ও ছিলনা।

মীরজাফর। কি ক'রে এলেন ?

জগৎশেঠ। কাশেম আলি খাঁ উদয়নালা-দুর্গ গোপনে তদারক ক'রতে বেরিয়েছেন খবর পেয়ে চরদের উৎকোচে বশীভূত ক'রে তবে এখানে আস্‌তে পেরেছি।

রায়দুর্লভ। কাশেম আলি খাঁর চর সর্বত্র।

নন্দকুমার। হ্যাঁ সর্বত্র—এবং তারা আছে বেশ। বেতনও খাচ্ছে উৎকোচও খাচ্ছে। প্রকৃত সংবাদ যে কে পাচ্ছে মা গঙ্গাই জানেন।

রায়দুর্লভ। কেউই পাচ্ছে না সে জেনে রাখুন। কাশেম আলি খাঁ উদয়নালা-দুর্গেই এসেছেন—না, আমাদের পরীক্ষার জন্য ঐ সংবাদ রটিয়েছেন—তা-ও বলা যায় না।

জগৎশেঠ। আমরা এখানে এসে খুবই দুঃসাহসের কাজ ক'রেছি। আমাদের বিলম্ব করা উচিত হচ্ছে না।

মনিবেগম। আপনারাই হচ্ছেন বাংলার প্রকৃত কর্ণধার। আমার স্বামীকে আপনারাই মসনদে ব'সিয়ে ছিলেন—আপনারাই আবার টেনে তুলুন।

রায়দুর্লভ। টেনে নামালেন কথাটা ব'লবেন না বেগমসাহেবা। আমাদের ক্ষমতা কতটুকু! কিছু নেই। আমরা শুধু অভিমান ক'রতে পারি—খুব বেশী হ'লে বিক্ষোভ প্রদর্শন ক'রতে পারি। তার বেশী কিছু করিনি।

জগৎশেঠ। আমরা হচ্ছি, বাংলার মসনদের দাস। তবে সুখ সুবিধা সবাই খোঁজে, সবাই দেখে—এই যা। দুঃখ এই—যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাক্ষস। সিরাজের পর জনাব সিংহাসনে ব'সলেন। কত আশা—কত ভরসা আমরা পেলাম। দেখি কিনা সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানী তঙ্কাশালা বসাবার অনুমতি পেলে—আমার লাখ লাখ টাকা ক্ষতি হ'তে লাগল। আমার এ দুঃখ-দুর্দশা দেখেই কিন্তু কাশেম আলি খাঁ তক্তে ব'স্‌লেন। ও'বাবা! তক্তে ব'সেই কোম্পানীর তঙ্কার বাট্টাটা পর্যন্ত তুলে' দিলেন। আবার এখন শুন্‌ছি বাংলায় বাঙালী ছাড়া আর কারো থাকা চ'ল্‌বে না। মারোয়াড় থেকে বাংলায় এসে আমরা নাকি মহা দোষ ক'রেছি; কিন্তু বাংলায় নবাবদের নবাবীর যে-টাকাটা এতকাল জুগিয়েছি জোগাচ্ছি তা তো আর মেকি নয়?

মনিবেগম। আপনার একটা কথাও অন্যায় নয়!

রায়দুর্লভ। অন্যায় কথা আমরা বলিনা, সইতেও পারি না। কেমন অভ্যাসের দোষ! এই তো জনাব র'য়েছেন! সিরাজের অন্যায় দেখ্‌লাম ওকে এসে স্পষ্ট ব'ল্‌লাম, জনাব! আর তো সইতে পারি না? উঠুন, আপনাকে মসনদে বসতে হবে। যেমন ক'রেই হোক, বসালাম তো আমরা ওঁকে মসনদে। কিন্তু বসিয়ে কি হ'ল? নাঃ স্পষ্ট কথা বলা আমার একরোগ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে!

মনিবেগম। না—না বলুন, মন খুলে কথাবার্তা হওয়াই ভালো।

রায়দুর্লভ। মসনদে ব'সেই জনাবের প্রথম কাজটিই হ'ল আমাদের ভুলে যাওয়া। তক্তে ওঠবার মইটাই দিলেন ফেলে! মুসলমান

রাজ্যে হিন্দুরাও ছিল সেনাপতি ; উচ্চ রাজ-কার্যেও তাঁরা ছিলেন। একে একে তাঁদের সরানো হ'ল !

নন্দকুমার। বুদ্ধিটা জনাব ক'লকাতায় পেয়েছিলেন, ওটা একটা উচ্চ রাজনীতি—'Divide and Rule—' কিন্তু ঐ উচ্চ রাজনীতিতে সুবিধাটা হ'ল কার—সেটাও দেখা দরকার !

জগৎশেঠ। সুবিধা হ'ল তৃতীয় পক্ষের। ক'লকাতায় একটা টাকশালই ব'সে গেল।

রাজবল্লভ। তৃতীয় ছাড়া চতুর্থ পক্ষের সুবিধাও যদি হয়, হোক্ না ; আমাদের সুখ সুবিধাটুকু থাক্‌লেই হ'ল ! কিন্তু তাই বা হ'ল কই ?

মনিবেগম। কাশেম আলি খাঁর নবাবীতে সে সুখ সুবিধা কি আপনাদের কারো র'য়েছে ?

জগৎশেঠ। বরং বলুন যেটুকু ছিল তা-ও গেছে ! বাট্টা ব'লে একটা পদার্থ ছিল বাংলায় আজ তা নেই !

রাজবল্লভ। মান সম্মান ইজ্জৎ কারো নেই !

রায়দুর্লভ। আমরা আজ নজরবন্দী !

নন্দকুমার। আপনাদের ধড়ে এখনো মাথাটা র'য়েছে দেখে আশ্চর্যই হচ্ছি !

মীরজাফর। তাই যদি হয়—তবে আপনারা আমাকে এখনো কেন সাহায্য ক'রছেন না ! ইংরেজ কাশেম আলি খাঁকে গদীচ্যুত ক'রেছে ব'লে ঘোষণা দিয়েছে—আমি নবাবী পেলাম—এ ঘোষণা-ও হ'য়েছে। এখনো আপনারা দো-মনা কেন ?

জগৎশেঠ। কেবল ভাবছি রাজদ্রোহ হচ্ছে না তো !

মনিবেগম। আপনি এ কথা ব'লছেন শেঠজী ! সিরাজের সময় রাজদ্রোহ করেন নি ? আমার স্বামীর রাজত্বে রাজদ্রোহ করেন নি !

জগৎশেঠ। করেছিলাম ; কিন্তু সেটা অপরাধ হয়নি—কারণ, আমরাই জিতেছিলাম ! কিন্তু এবার সে রকম ভরসা পাচ্ছি না যে !

নন্দকুমার। সাহেবরা বলে—A revolution is a crime when it fails but a virtue when it succeeds!

রায়দুর্লভ। মানে?

নন্দকুমার। বুঝতেই পারছেন—হেরে গেলে মহাপাপ, জিতলে স্বর্গলাভ!

রাজবল্লভ। যা ব'লেছেন!

মেজর য়্যাডাম্‌স্ অতিরিক্ত ইংরেজ প্রহরীসহ আসিয়া তাহাদিগকে যথাস্থানে দাঁড় করাইয়া এই বৈঠকে আসিলেন

য়্যাডাম্‌স্। হাপনাডের কটাবার্টা পাক্কা হইল টো?

জগৎশেঠ। কই আর হ'ল সাহেব! একটা বিষয়ে সবাই একমত—

য়্যাডাম্‌স্। That Bengal is no place for Siraj or Mircosim, is that so?

নন্দকুমার। ঠিক ব'লেছ সাহেব। Bengal for Mirzafars and Mirzafars for Bengal!

য়্যাডাম্‌স্। ক'লকাটায় কয়েড ঠাকিয়া নণ্ডকুমার ইংরাজী বাট শিখিয়া লইল। হাপনাডের বাট্‌চিট্ জলডি সারিবেন।……ঘটনা ঘটিবে। গুরুটর ঘটনা ঘটিটেছে।

প্রস্থান

রায়দুর্লভ। ঘটনা ঘটিবে! কি ঘটনা? আক্রমণ-টাক্রমণ নয় তো?

মনিবেগম। না না সে-সব কিছু নয়। ওসব হচ্ছে ঘরোয়া ব্যাপার।

মীরজাফর। আমাদের আক্রমণ ভেতর থেকে। বাইরের লড়াই কোনো দিন করিনি—কাজেরও নয়।

জগৎশেঠ। কিন্তু কাশেম আলি খাঁর যেরূপ আয়োজন দেখ্‌ছি কি যে হবে বলা যাচ্ছে না। উদয়নালা দুর্গটি তো দেখ্‌ছেন? একমাত্র

এখানে আছেন। ওখানে নাচ-গান স্ফূর্তি চ'ল্‌ছে—আপনারা এখানে নাজেহাল হ'চ্ছেন।

রায়দুর্লভ। আক্রমণটা যে ভেতর থেকে হবে কাশেম আলি খাঁ তা বুঝেছে। এবার তাই 'দেশ-প্রেম' 'আত্মোৎসর্গ' 'বাংলার দুঃখ' 'বাংলার স্বাধীনতা' এমনি সব ভালো-ভালো কথা আমদানী ক'রেছে। দেখা হ'লে কুশল প্রশ্ন নয়—প্রথম কথাই হচ্ছে—আর যা কর বেইমানি ক'রোনা!

মীরজাফর। নিজে বেইমান কি না!

রাজবল্লভ। আর ও-সব কথা নতুনই বা কি, সিরাজেরই ধার-করা বুলি!

জগৎশেঠ। পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে হবে—এ কথাটা কিন্তু নতুন!

নন্দকুমার। বাংলায় অবাঙালীর স্থান নেই, তাড়িয়ে দাও সব অবাঙালী—এ-কথাটিও নতুন!

মীরজাফর। কিন্তু ও-সব কথা শুন্‌ছে কে?

রায়দুর্লভ। মোহনলাল মীরমদনের মতো গোটাকতক ছোকরা সব-যুগেই থাকে—এখনও আছে—শুন্‌বে তারা।

রাজবল্লভ। কিন্তু আমরা তো আর মরি নি। আমরা তো আছি। ওসব ধাপ্পায় ছেলে ভুলানো যায়—কিন্তু যারা দেশের কথা ভেবে-ভেবে চুল পাকালো তারা তো ব্যাপারটা বুঝ্‌ছে। ভেবে দেখেছি ইংরেজ ছাড়া আমাদের গতি নেই।

মীরজাফর। এইটাই হচ্ছে কথা। আজ যা অবস্থা তাতে ইংরেজকে কেউ রুখ্‌তে পারবে না। আবেদন, নিবেদন যা কিছু তাদেরই কাছে ক'রতে হবে। কারবালা যাবো ব'লে সব ঠিক ক'রলাম; সাহেবদের কাছে বিদায় নিতে গিয়ে শুনি কাশেম আলি যুদ্ধ বাধিয়েছে। যুদ্ধ বাধিয়েছে ইংরেজের সঙ্গে। দেখ্‌লাম এই

সুযোগ ! ক'র্‌লাম সন্ধি। সন্ধি—যা-ই হোক না কেন, গদীটা তো থাক্‌ছে ? সন্ধিতে ক্ষতি হ'ল বিস্তর, হোক ক্ষতি ! তবু আমরা ব'ল্‌তে পারব আমরা স্বাধীন।

নন্দকুমার। নিশ্চয়। স্বাধীনতার জন্য যে কোন ক্ষতি আমরা সইব। যে কোন ক্ষতি !

জগৎশেঠ। সবই বুঝ্‌ছি।

রাজবল্লভ। }
রায়দুর্লভ। } হুঁ। কিন্তু—

মীরজাফর। কিন্তু আমরা নিজেরা নিজের পায়ে না দাঁড়ালে ইংরেজ কি ক'রবে ?

জগৎশেঠ। তা বেশ ; কারবার তো যাওয়ার মধ্যে—এখন এতে যদি কিছু হয়—

রাজবল্লভ। চিরটা কাল রাজনীতি নিয়ে কাটালাম। একটা কিছু না ঘটলে চলেও না। কি বলেন রায়দুর্লভ ?

রায়দুর্লভ। হ্যাঁ, নিষ্কর্মা হ'য়ে থাকা যায় না। এতে যদি আমাদের সকলের সুখ-সুবিধে হয়—দেশের একটা কাজ হবে বৈকি ! তা হ'লে একটা লেখাপড়া হোক্—

মনিবেগম। নিশ্চয়। অলঙ্কার বেচে এই যুদ্ধের খরচা জোগাচ্ছি। জনাবের মুখ চেয়ে নয়, বাঁদী ছিলাম, বেগমও হ'য়েছিলাম ; কাজেই বেগম হবার জন্যও নয়। নবাবী-তক্তে আমি আমার নাজামদ্দৌলার জন্য উত্তরাধিকার চাই, আপনারা স্বীকৃত ?

জগৎশেঠ। অস্বীকৃত কেন হব ? এ তো আনন্দের কথা। বাংলায় মীরজাফরের বংশ যতকাল রাজত্ব করে—আমাদেরই মঙ্গল ; তার ওপর সে-বংশধর যদি আপনার পুত্র হয় তবে তো কথাই নেই।

নন্দকুমার। কালনেমির লঙ্কা ভাগ হচ্ছে না তো? উদয়নালার দিকে একবার চেয়ে দেখুন।

মনিবেগম। আপনাদের যখন পাওয়া গেল উদয়নালার কথা ভাবি না! শেঠজী যদি কাশেম আলিকে টাকা না জুগিয়ে আমাদের টাকা জোগান—রাজা রাজবল্লভ, রাজা রায়দুর্লভ যদি কাশেম আলির হিন্দু-সেনানায়কদের হাত করেন, আমি যদি গুরগিন খাঁকে—আচ্ছা সে হবে এখন। তাহ'লে শপথ করুন—

মীরজাফর। না—না শপথের আবশ্যক নেই। সময়ের অপব্যয়। ওঁরাও আমাকে জানেন—আমিও ওঁদের জানি। কি বলেন?

জগৎশেঠ। (মৃদু হেসে) সে কথা ঠিক!

মীরজাফর। শপথ নয়, লেখাপড়া নয়, আমাদের মধ্যে মুখের কথাই যথেষ্ট। তা হ'লে চলুন—সাহেবদের গিয়ে বলি। আপনারা কি এই রাত্রেই রওনা হবেন?

রায়দুর্লভ। হ্যাঁ জনাব! বিলম্বে সন্দেহ সৃষ্টি হ'তে পারে।

রাজবল্লভ। কাজেরও ক্ষতি!

হঠাৎ ইংরেজ-শিবিরের অভ্যন্তর হইতে সোরগোল উঠিল "স্পাই! স্পাই!" "গুপ্তচর! গুপ্তচর!"—ক্রমাগত কয়েকটা গুলী-ছোড়ার শব্দ পাওয়া গেল। বিষম চাঞ্চল্য। খোজা পিদ্রুস্ দৌড়াইয়া ইহাদের সম্মুখে আসিল। পশ্চাৎ পশ্চাৎ ইংরেজ-সেনানায়কগণ ছুটিয়া আসিলেন।

য়্যাডাম্‌স্। Hands up!
Hands up!
Otherwise!

খোজা পিদ্রুস্ হাত তুলিল

জগৎশেঠ। সর্বনাশ!

মীরজাফর। কে এ?

অ্যাডাম্‌স্‌। Coaza Petruse !

রায়দুর্লভ। গুরগিন খাঁর ভাই। চল হে চল—

পিক্রুস্‌। এই যে শেঠজীভি এখানে হাছে—সভা যখন ভাঙিবে হামাকে ভি সাঠে লইয়া চলিবে।

রায়দুর্লভ। দুর্গা! দুর্গা! দুর্গা!

পিক্রুস্‌। বেগমসাহেবা! গুরগিন খাঁ হাপনার চিঠির জবাব ডিয়াছেন—

মনিবেগম। কই—

পিক্রুস্‌। জবাব ডিয়াছেন হামার মুখে।

অ্যাডাম্‌স্‌। গুরগিন খাঁ খুব খেলা খেলিটেছে।

কার্ণাক। Shilly-shallying always !

অ্যাডাম্‌স্‌। টুমি এখানে কি করিয়া আসিলে। কোন্‌ পঠে ?

পিক্রুস্‌। হামি গুরগিন খাঁর ভাই হাছে—মনিবেগমের Spy হাছে—টুমাদের ভি ডোস্ট হাছে—হামার বাটায়াটের পঠ সব সময় খোলাসা হাছে।

মনিবেগম। যাতায়াত তো অনেকদিন থেকেই ক'রছ—টাকাও খেয়েছ বিস্তর। কাজ তো কিছু দেখি না।

পিক্রুস্‌। বড্ডা বড়া হাদমি হাছে। হাজার টাকা নজর ডিলে একটা বাট্‌ কহিল।

মনিবেগম। হাজার টাকা নজর লইয়া কি বাত কহিল ?

পিক্রুস্‌। লাখো রুপেয়া হানো !

মনিবেগম। লাখো রুপেয়া আনো !—লাখো রুপেয়ার জড়োয়া গয়নাই তো দিয়েছি।

পিক্রুস্‌। গুরগিন বোলে ও টাহার বিবির হইয়াছে—টাহার কি হইল ?

মনিবেগম। বেশ তো দুর্গ জয় হ'লেই দেবো। এই শেঠজী জামিন থাকবেন। তা' হলেই তো হবে ?

রায়দুর্লভ। দুর্গা! দুর্গা!

জগৎশেঠ। তা থাক্‌বো। দেখাই যাক্ না—গুরগিন খাঁ বেইমানি ক'রে কি করেন। কি বলেন রাজা রাজবল্লভ? পরীক্ষা—একটা পরীক্ষা!......আমরা তাহলে আসি।

পিক্রুস্। হামি ভি ভাইকে পরখ করিয়া ডেখিয়েছে—বুঝিলে শেঠজী?

রাজবল্লভ। নবাব উদয়নালার দুর্গে আছেন তো?—

পিক্রুস্। মুঙ্গেরে হাছেন বলুন।

জগৎশেঠ
রায়দুর্লভ
রাজবল্লভ
} সর্বনাশ! উদয়নালায় আসেন নি?

পিক্রুস্। হামি কাল দুর্গের বাহিরে হাসিয়াছে। টাহার পরে কি হইয়াছে হামি জানে না।

জগৎশেঠ। তবে যে শুনেছি কাল রাতে নবাব উদয়নালায় এসেছেন!

রাজবল্লভ। সঠিক জেনে ফেরাই ভালো—

জগৎশেঠ। বাল-বাচ্চা সব মুঙ্গেরে, না ফিরে উপায় কি?

পিক্রুস্। টাহ'লে শেঠজী হাপনি জামিন রহিল?

জগৎশেঠ। (মনিবেগম প্রভৃতির মুখের দিকে চাহিয়া) তা থাকৃচি।

পিক্রুস্। লিখিয়া ডিন।

মীরজাফর। ভিতরে চল। চল সাহেব।

য়্যাডামস্। It is better to detain Petruse here—পিক্রুসকে হাট্‌কাইয়া রাখিলে গুরগিন সিটা ঠাকিবে।

পিক্রুস্। গুরগিনকে টোমরা জানে না। হামি টো হামি টাহার বিবিকে হাটক করিয়া টাহাকে ভয় ডরাইতে পারিবে না। সে যাহা মন করিবে—টাহা করিবেই। টাহার মনটাই হামি বডলাইটেছে।

এখন ডোনমনা হইয়াছে।……বেগম সাহেবা, হামার feeটা নগড ডিবেন। হার এক ডজন বিলাটী সরাব।

য়্যাডাম্‌স্। গুরগিন খাঁ হামাদের কিরূপ সাহায্য করিটে পারে? ডুর্গে টো হাউর্ সব বহুট্ General হাছে।

পিক্রস্। গুরগিন গোলণ্ডাজ জেনারেল হাছে। কামান সব out of order হইয়া মেরামট হইটে যাইটে পারে। গোলণ্ডাজরা হাট গুটাইয়া বসিয়া ঠাকিটে পারে, কামানের মুখভি ঘুরিয়া যাইটে পারে।

য়্যাডাম্‌স্। But what about access to the fort? ডুর্গে যাইবার পঠ পাইটেছে না—! এক মা—স এখানে চুপ-চাপ বসিয়া হাছে! নজাফ খাঁ একটা গুপ্ট পঠে হাসিয়া হামাদের সাঠে গরিলা যুদ্ধ করিয়া পলাইয়া যায়—সে পঠটা কে বলিয়া ডিবে—

পিক্রস্। মন হইলে সেটা হামি বলিয়া ডিবে—

জগৎশেঠ। আমাদের ফিরতে হবে যে!

মীরজাফর। তাতো বটেই! আসুন—আসুন।

য়্যাডাম্‌স্। Sentries! Be on your guard!

সকলের শিবিরাভ্যন্তরে প্রস্থান

গভীর রাত্রি—ইংরেজ-প্রহরী বন্দুক লইয়া
পাহারা দিতেছে

প্রথম ইং-প্রহরী। (তাহার সঙ্গীকে) What's the time please?

দ্বিতীয় ইং-প্রহরী। 2-O' clock in the morning!

উভয়ে হাই তুলিল

প্রথম। This bloody Udaynala shall be our grave! Have yau a ciger?

দ্বিতীয়। As many as you like……but you see, I am matchless!

প্রথম। Say that to your Sweete. I have a match.

তাহারা সিগারেট ধরাইয়া খাইতেছিল—এমন সময় নজাফ খাঁ পরিচালিত একদল নবাব-সৈনিক গুপ্ত ভাবে আত্মপ্রকাশ করিল ও হামা দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল

প্রথম। While we are rotting here, they are rioting over there—with wine and women!

দ্বিতীয়। Let us hope, everything—theirs—shall be ours soon.

নজাফ খাঁ ইহাদের হঠাৎ গুলী করিল। ইহারা ভূপতিত হইল। নজাফ খাঁ সসৈন্য ইংরেজ-শিবির লুট করিতে ছুটিল। চীৎকার গুলী ও আর্তনাদের শব্দে আকাশ-বাতাস ভারী হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল পরেই নজাফ খাঁ সসৈন্য শিবির হইতে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি বহন করিয়া বাহিরে আসিয়া রাত্রির অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। গোজা পিদ্রুস্ কিন্তু আপাদমস্তক আবৃত হইয়া তাহাদের অনুসরণ করিল। ইংরেজ সেনানায়কগণ একে একে ছুটিয়া আসিতে লাগিল

য়্যাডাম্স্। Vanished!

কার্ণাক। As if in the air!—

য়্যাডাম্স্। Thieves! Plunderers!

নন্দকুমার ছুটিয়া আসিল

নন্দকুমার। নবাবের শিবির লুট ক'রেছে—নবাবের শিবির লুট ক'রেছে!

মীরজাফরের প্রবেশ

মীরজাফর। উল্লুকরা আমার মুকুটটা নিয়ে পালিয়েছে।

কার্ণাক। হাবার ডিব—হাবার ডিব—চিল্‌হাইবেন না।

নন্দকুমার। (মীরজাফরকে) বেগম সাহেব······আছেন তো ?

মীরজাফর। না—না তিনি······আছেন।

কার্ণাক। বাঁচাইলেন। মুকুট গেলে মুকুট মিলিবে—বেগম গেলে হার মিলিবেনা। Major adams ! এক মাস হইয়া গেল—হামরা কেবল হাঁ করিয়া উডয়নালা ডুর্গ ডেখিটেছি হার ডেখিটেছি হার কিছু করিয়া উঠিটে পারিটেছি না ! This is quite unbearable !

য়্যাডামস্। পঠ পাইটেছিনা ! কোন্ পঠে যাইব। এক ঢারে রাজমহল হিলস্ হার ঢারে Ganges ! সন্মুখে উডয়নালা ; টাহার সেটু উহাডের। কোন পঠে যাইব !

অদূরে পাহাড়ের দিকে বদ্ধদৃষ্টিতে তাকাইয়া মনিবেগমের প্রবেশ

মনিবেগম। পথের ভাবনা ভেবোনা সাহেব আর কিছুকাল চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকো। পথের সন্ধান এখনি মিলবে।

য়্যাডামস্। পঠের সন্ধান পাইলে রাট্রেই হামি attack করিব।

মীরজাফর। মনি ! আমরা পথ পাবো এ তুমি কি বলছ ?

মনিবেগম। এই ইংরাজকে একদিন পথের সন্ধান তুমি দিয়েছিলে পলাশীতে। আজ দেব আমি উদয়নালায়। নজাফ খাঁর পিছে পিছে আমি লোক পাঠিয়েছি। সে পথ দেখে আসছে ! পথ আমরা পাব !···পথ···আমরা···পাব ! (পাহাড়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) ঐ দেখ—

সাহেবগণ। A figure !······A man······crawling !

সকলে সেই দিকে সবিস্ময়ে তাকাইল। দেখা গেল আপাদমস্তক আচ্ছাদিত একটি মূর্তি ধীরে ধীরে তাহাদের দিকে নামিয়া আসিতেছে

মনিবেগম। পথ আমরা—পা—বো—পথ আমরা—পা—বো !

নন্দকুমার। এ ঘর-ভেদী বিভীষণের দেশ। পথের ভাবনা আমরা ভাবি না।

মূর্তি কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মূর্তিটি মুখাবরণ সরাইয়া ফেলিয়া হাত তুলিল

সকলে। (সবিস্ময়ে) পিক্রুস্!

পিক্রুস্। গুপ্ট-পঠের সন্ধান হামি পাইয়াছে—হণ্ডকারে আ—লো—ক ডেখিয়াছে।

য়্যাডাম্‌স্। Lead us on—Lead us on—

পিক্রুস্। বেগম-সাহেবা হামার ফি?

মনিবেগম। আমার হাতের এই শেষ হীরক-বলয় নাও। উদয়নালা দখল ক'রিয়ে দিলে, পুরস্কার—আমার এই মুকুট!

পিক্রুস্। হাপনি কিছু ভাবিবেন না—কিছু ভাবিবেন না বেগম-সাহেবা! হামরা এ ডেশে টাকা করিতে হাসিয়াছে—টাকা পাইলে হাপনি যেমনটি বলিবেন—হামরা টেমনটি করিব। হামার নাম Coza Perrus আছে—পঠ হামি বাটলাইবে, হামি উডয়নালা ডুর্গে যাইটেছে। টোপ্ ডাগিলে—জানিবে, লাইন ক্লিয়ার হাছে—Line clear!!

দ্বিতীয় দৃশ্য

উদয়নালা দুর্গ

আমোদ-উন্মত্ত সেনানায়কগণ সম্মুখে নর্তকীগণ নৃত্য-গীত করিতেছে

গীত

সেতারের ঝিঞ্চিনি, নূপুরের কিঙ্কিনী
মঞ্জুল কিঙ্কিনী
ছন্দিত সুরে জাগি—
মোরা গীতি সঙ্গিনী।
নন্দিতা সঙ্গিনী
মরমের নাচ-ঘরে
প্রিয়তম খেলা করে
ভালবাসা বেচি-কিনি রঙে রঙে রঙ্গিনী
দেয়াশিনী রঙ্গিনী।

সৈয়দবান্দা। বহুৎ আচ্ছা—বাহোবা—বাহোবা—ওরে কেউ বা না—কোম্পানীর শিবিরে চ'লে যা—কয়েক বোতল বিলাতী সরাব চেয়ে আন—একবার সকলে মুখটা ব'দলে নি।

মুর্তাজা খাঁ। দেবে কেন?

সৈয়দবান্দা। তবে কর্জ ক'রে আনো—

মুর্তাজা খাঁ। কর্জ! উঁহু, তা-ও দেবে না।

খানসামা। পথ জানি না হুজুর—

সৈয়দবান্দা। জাহান্নামের পথ—জানিস না উল্লুক?

খানসামা। জানি হুজুর।

সৈয়দবান্দা। সেই পথ—যা।

খানসামা। যাচ্ছি হুজুর!

প্রস্থান

মঁসিয়ে জেন্টিল। ইংরেজ বলিয়া ঠাকে—Beg—Borrow—or Steal—ভিক্ষা মাগিবে—না পাইলে, কর্জ করিবে—কর্জ না পাইলে —চুরি করিবে।

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল

নর্তকীগণের পুনরায় নৃত্যগীত

পিয়ালার সঙ্গীতে ঝরে রাঙা ঝরণা
মধু-তনু-অঞ্জলি বুক পেতে ধর না—
হৃদয়ের তাল গোনো
কানে কানে কথা শোনো
অধরের রীতি নীতি
চিনি সখা খুব চিনি—
অধরকে খুব চিনি।

উজীর খাঁ। দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমার একটা কথা মনে পড়েছে। আমরা উদয়নালায় র'য়েছি—দুর্গে—না?

মুর্তাজা খাঁ। হাসালে দেখ্‌ছি—মাত্রা কিছু বেশী হ'য়েছে—না?

উজীর খাঁ। আমার যেন কেবলি মনে হচ্ছে—শ্বশুরবাড়ী এসেছি।

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল

উজীর খাঁ। ঘুলিয়ে যাচ্ছে। শ্বশুরবাড়ী যাবার কথা ছিল—উদয়নালা আসবার হুকুম হ'ল। কোথায় যে এলাম ঠিক বুঝতে পারছি না— দুর ছাই—

গুরগিন খাঁর প্রবেশ

গুরগিন খাঁ। ঠিক আছে—হাজ ভাল করিয়া ফুর্টি চালাও—কোম্পানী

এটদিন বসিয়া হাছে কিছু করিটে পারিল না—কাল হামরা কোম্পানী আক্রমণ করিব। কাল হইটে লড়াই সুরু হইবে। হাজ ফুটিটা শেষ করিয়া ডাও। (মঁসিয়ে জেন্‌টিলের প্রতি) We have to attack to-morrow.

মঁসিয়ে জেন্‌টিল। I know the orders. হামাদের পিক্রস্ টোমায় খুঁজিটেছিল—ইংরেজের খবর হানিয়াছে।

গুরগিন খাঁ। ভাই হইয়া হামার শটৃ হইয়াছে—উহার কথা হামায় বলিবে না।

সৈয়দবান্দা। গুরগিন খাঁ বেশ লোক—কাজের সময় কাজ—কাজ না থাকে স্ফূর্তি কর—সরাব খাও—কোন মানা নেই। নজাফ খাঁ বলেন, সব সময় তৈয়েরি থাক—লড়াইয়ে এলে স্ফূর্তি নেই—সরাব নেই। আমরা দো-টানায় ভাসছি। যাক, যতক্ষণ গুরগিন খাঁর প্রভুত্ব আছে—সরাব খাও—স্ফূর্তি কর—কুছ্ পরোয়া নেই। এই, দে উল্লুক।

সকলের মদ্যপান

মুর্তাজা খাঁ। নাম নজাফ "খাঁ"—বল্‌বেন সরাব খেও না—তবে নাম নিয়েছেন কেন "খাঁ"! আজ থেকে আমরা ওকে বলব শুধু "নজা—ফ"।

অন্যান্য সেনানায়কগণ। নজা—ফ! নজা—ফ!

মঁসিয়ে জেন্‌টিল! Nazaf Khan believes in warfare.

গুরগিন খাঁ। The sly fox that he is! হামি ওসব বুঝে না—হামি বুঝে—যে একটি হাঘাত হানিবে—টাহার উট্টরে হামি টাহার খুলিটে ডুইটি আঘাট হানিব! যাহারা হামাদের শক্তি-সামর্থ্য পরীক্ষা করিটে ইচ্ছুক—চেষ্টা করিয়া দেখিটে পারে। হামি বুঝে বণ্ডুক

কামান। হামার কামানের ভয়ে ইংরেজ এক মাস ভয়ে 'ঠ' হইয়া বসিয়া হাছে। কাল attack করিলে উহারা জাহাজ ভাসাইবে।

গুরগিন খাঁ ও মঁসিয়ে জেন্‌টিলের অন্যদিকে গমন

মুর্তাজা খাঁ। এক মাস ব'সে আছি ইংরেজ একটা গুলী ছুঁড়ল না!

উজীর। আমার বন্দুকটায় মরচে পড়ে' গেছে—উঠছে না।

সৈয়দবান্দা। সাহেবদের কথা ভেবে কষ্ট হচ্ছে—ওদের কয়েকটা বাইজী পাঠিয়ে দিলে হ'ত।

নেপথ্যে সোরগোল উঠিল

সকলে। ব্যাপার কি—ব্যাপার কি?—

খানসামা। নজাফ খাঁ ইংরেজ-শিবির লুঠ ক'রে ফিরলেন।

সকলে। বেঁচে থাক নজাফ খাঁ—নজাফ খাঁ জিন্দাবাদ!!

সৈয়দবান্দা। সরাব এনেছে—সরাব? বিলাতী সরাব?

মুর্তাজা খাঁ। নজাফ খাঁ আন্‌বে সরাব?

সৈয়দবান্দা। কিন্তু নজাফ খাঁর সঙ্গে যারা গিয়েছিল তারাও কি নজাফ খাঁ! তারা কি ক'রল!

মুর্তাজা খাঁ। নজাফ খাঁ বরবাদ!!

উজীর খাঁ। নজাফ খাঁ বরবাদ!!

খোজা পিদ্রুসের প্রবেশ

পিদ্রুস্। লেকেন, খোজা পিড্রুস জিণ্ডাবাড!! কি চিজ্ হামডানী করিয়াছে একবার ডেখিয়ে নিন—

মুর্তাজা খাঁ। চিজ্ তো আমাদের এখানেও আছে। সরাব আছে? —সরাব?

পিদ্রুস্। সরাভ ভি হাছে—জেনানা ভি হাছে, টোমার ডিশী নাচওয়ালী এবার ছুট্টি কর। বিলাটি সরাবের সাঠে বিলাটী নাচওয়ালীর নাচ বহুট্ হাচ্ছা লাগিবে—

আর্মেনিয়ান-নর্তকী নাচ আরম্ভ করিল

ইহার মধ্যে গুরগিন খাঁ আসিল ; সে একদিকে বসিতেই পিদ্রুস্ একটা বোতল ও গ্লাস লইয়া তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল

পিদ্রুস্। Hullo brother !

গুরগিন খাঁ। No, nonsense—please ! War to-morrow !

পিদ্রুস্। (গ্লাসে মদ ঢালিতে ঢালিতে) Right you are ; but war with whom ?

গুরগিন খাঁ। The English, of course !

পিদ্রুস্। Not with English wine, I suppose ?

গুরগিন খাঁ। (হাসিয়া) Certainly not.

মদ নিয়া খাইতে লাগিল

পিদ্রুস্। এত টাকা খাইয়া টুমি ডোনোমনো কেন করিটেছ ?

গুরগিন খাঁ। টাকা ডিটেছে—খাইটেছি। কোম্পানীর টাকার জোর কমাইটেছি—ইহার নাম গুরগিন খাঁর লড়াই।

পিদ্রুস্। (মদ্য দিয়া) আউর লাখ টাকা ভি ডিটে চায়।

গুরগিন খাঁ। ডেও !

পিদ্রুস্। কামের পর ডিবে।

গুরগিন খাঁ। কামভি পরে হইবে !

পিদ্রুস্। জগট্‌শেঠ জামিন হাছে—ডেখিয়া লও—

জগৎশেঠের জামিন-নামাটা দিল

গুরগিন খাঁ। এটা হামি রাখিয়া ডিলাম (পকেটে রাখিয়া) কাজে লাগিবে। ইংরেজের মডটা ভারী কড়া আছে।

পিদ্রুস্। ইংরেজের সাটে কি লড়াই করিবে ?—ইংরেজের এক বোটল মডেই কাট্ হইলে !

গুরগিন খাঁ। হাঃ হাঃ হাঃ—ডেও!

মদ গ্রহণ ও পান

পিক্রুস্। এটডুর হাগু হইয়া টুমি পিছাইয়া যাইবে—টর্ম ভি হাছে, ঈশ্বর ভি হাছে!

গুরগিন খাঁ। ডেখো ভাই, নবাবের নিমক খাইটেছি।

পিক্রুস্। কোম্পানীর মড খাইটেছ! কোনটী ডামী হাছে?

গুরগিন খাঁ। ডেখ ভাই! নবাব ভারী বিশ্ওয়াস কোরে?

পিক্রুস্। বিশ্ওয়াস করে টো উদ্ধার হইয়া গেলে। এটকাল যে নবাবের নকরি করিলে, টলব ছাড়া আর কি মিলিল? আর এখন ডেখ—মনিবেগম কেমন মনি ছড়াইটেছে—গুরগিন বলিয়া মনিবেগম হজ্ঞান হাছে!

গুরগিন খাঁ। (মদ্যপান করিয়া) মনিবেগম হামাকে বহুট্ খাটির কোরে। মুর্শিডাবাডে ও যখন নাচনেওয়ালি ছিল, উহাকে জানিটাম। হাজি ভি মনে রাখিয়াছে?

পিক্রুস্। টবে হামার বাট্টা টুমি কি বুঝিলে? (মদ্য দান) হীরার এই হাংটীটা পর—মনিবেগম টোমাকে ডিয়াছে। (আংটিটা গুরগিনের হাতে পরাইয়া দিল) ডেখ, কেমন মানাইয়াছে—কেমন ঝক্-মক্ ঝক্-মক করিটেছে!

গুরগিন খাঁ। মনিবেগম ডিয়াছে?—কি বলিয়াছে?

পিক্রুস্। কোম্পানী ডুর্গে ঢুকিবে; টুমি গোলন্ডাজ-সৈন্য হাটে রাখিবে—লড়াই করিবে না।

গুরগিন খাঁ। ডেখো ভাই, মন করিলে হামি এখনো নবাবটাকে খাড়া রাখিটে পারে।

পিক্রুস্। মনিবেগমের আংটি হাটে পরিয়া আর টাহা পারে না!

গুরগিন খাঁ। মনিবেগমকে হামি জানিটাম—নাচনেওয়ালি ছিল, বেগম হইয়া গেল—

পিদ্রুস্। গজ মাপিয়া কাপড় বেচিটে—গুরগিন খাঁ হইয়া গেলে! ও বেগম হইয়াছে—টুমিও নবাব হইটে পার। হাঁ, মনিবেগম বলিয়াছে—হাঁ, হামি ভি বলিটেছে!

গুরগিন খাঁ। নবাবটা হামার মুখের ডিকে চাহিয়া আছে।

পিদ্রুস্। ঐ এক কঠা টুমি জানো!

গুরগিন খাঁ। ডেশটা ডুবিয়া যাইবে।

পিদ্রুস্। টাহাটে হামাডের কি হাছে? হামরা আর্মেনিয়ান হাছে! বাংগালী হইয়া যডি বাংলা না রাখিটে পারে, হামরা রাখিয়া ডিব! এ কেমন কঠা হাছে?

গুরগিন খাঁ। হামার মাথাটা গুলাইয়া যাইটেছে—ইংরেজের মড ভারী কড়া হাছে!

মদ্যপান করিতে লাগিল। পিদ্রুস্ আর্মেনী-নাচওয়ালীদের ইঙ্গিতে ডাকিল। নাচিতে নাচিতে তাহারা আগাইয়া আসিল—সেনানায়কগণ তাহাদের পিছু পিছু টলিতে টলিতে আসিতে লাগিল

উজীর খাঁর প্রবেশ

উজীর খাঁ। শ্বশুরবাড়ী না হ'য়ে যায় না! সবই মিলে যাচ্ছে—কেবল মিলছে না শ্বশুর—শাশুড়ী আর—

সকলে। আর?

উজীর খাঁ। আমার গফুরের মা!

সকলে হাসিয়া উঠিল

গুরগিন খাঁ। মনে হইলে হামি কি না পারে—সব পারে!

পিদ্রুস্ একটি আর্মানী-নর্তকীকে ইঙ্গিত করিল। পান-পাত্র তাহার হাতে দিল। নর্তকী সে পান-পাত্র গুরগিনের সামনে ধরিল

গুরগিন খাঁ। (সেই নর্তকীকে) এই জানো? রাজাকে আমি উজী—র

করিটে পারে—উজীরকে ফকির করিটে পারে—ফকিরকে রা—জা করিটে পারে।

পিক্রস্। নিজে রাজা হইটে পার না—

গুরগিন খাঁ। পারি—সোভি পারি।—(মদ্যপান; হঠাৎ পিক্রসের প্রতি বজ্রকণ্ঠে) এই উল্লুক। টুই মডে নিমক ডিয়াছিস্? নবাবের নি—মক!—

পিক্রস্। (মদ্য দিয়া) হার এক ডফে টানিলেই নামিয়া যাইবে!

গুরগিন খাঁ। (পিক্রসের চোখে-চোখে চাহিয়া মদ্য-পাত্র হাতে নিল। হঠাৎ তাহা পান করিয়া ফেলিল)

পিক্রস্। নামিয়া গিয়াছে?

গুরগিন খাঁ। গিয়াছে। আ! নবাবের নিমক নামিয়া গেল, নবাবের নিমক নামিয়া গেল।

অভিভূতের মত বসিয়া পড়িল

পিক্রস্। (উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ করিয়া) কি রকম ফুর্টি টোমরা করিটেছ—কেহ জানিটেছে না। কোম্পানীর লোকেরা ভাবিটেছে, টোমরা নাকে টৈল ডিয়া ঘুমাইটেছ! Shame! একটা টোপ ডাগিয়া ডাও—উহারা জানিয়া লউক, টোমরা সবাব খাইটেছ!—বিবিরা নাচিটেছে! হামার ভাই হার হামি গলাগলি ধরিয়া বসিয়া হাছে! বিশ্‌ওয়াস না হয় ডেখিয়া যাক।

গুরগিন বাদে সকলে। তোপ দাগো! তোপ দাগো!

গুরগিন খাঁ। No! No! That must be a signal—They will come! টাহারা এখনি চলিয়া হাসিবে!

পিক্রস্। হাঃ হাঃ হাঃ—হামার ভাই খোয়াব ডেখিটেছে! টোপ ডাগো! টোপ ডাগো! নাচো—গাও—ফুর্টি চালাও। টোপ ডাগিবার ব্যবস্থা করিটে হামি নিজে যাইটেছে। প্রস্থান

গুরগিন খাঁ। Wait! Rather wait! পিক্রস্! পিক্রস্।

কিন্তু একটি আর্মানী-নর্তকী নাচিবার ছলে
তাহার পথরোধ করিল

গুরগিন খাঁ। Hopeless! Hopeless!

নেপথ্যে তোপধ্বনি—নৃত্যগীত থামিয়া গেল
গুরগিন খাঁ ছুটিয়া যাইতেছিল—আর্মানী-নর্তকী তাহাকে
ধরিয়া বসাইল ও ঘন ঘন তাহাকে
মদ জোগাইতে লাগিল

গুরগিন খাঁ। গেল! সব গেল। টোমরা সবাই মিলিয়া হামাকে ডুষমন করিলে! কর! (মদ্যপান)

ছুটিয়া নজাফ খাঁর প্রবেশ

নজাফ খাঁ। তোপধ্বনি! কে এ তোপধ্বনি ক'রল!—কেন এই তোপধ্বনি!......

নেপথ্যে ইংরেজের তোপধ্বনি। চীৎকার!—গোলমাল।—
"কোম্পানীর ফৌজ!"
"কোম্পানীর ফৌজ!"
"কোম্পানীর ফৌজ!"

নজাফ খাঁ। কোম্পানীর ফৌজ! গুরগিন খাঁ! গুরগিন খাঁ! কোম্পানীর ফৌজ আক্রমণ ক'রেছে। কিন্তু পথ দেখালে কে? পথ দেখালে কে! কে সে বেইমান! (গুরগিনকে ধাক্কা দিয়া) গুরগিন! গুরগিন!

গুরগিন খাঁ। টুমি কে হাছে? মনিবেগম! হামি ঠিক হাছে... হামি ঠিক হাছে...টুমি হামাকে হাংটি দিয়াছে...হারো লাখ টাকা ডেবে জগটশেঠ জামিন হাছে।

জামিন-নামাখানা বাহির করিল

নজাফ খাঁ। (জামিন-নামা কাড়িয়া লইয়া দেখিয়াই) লাখ টাকায় তুমি আমাদের সাতকোটি হিন্দু-মুসলমানের সোনার-বাঙলার স্বাধীনতা বিক্রী ক'রেছ! বেইমান! বিশ্বাসঘাতক—(গুলী করিল) নবাব, নবাব, উদয়নালা হ'ল আমাদের দ্বিতীয় পলাশী—

ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল ; চতুর্দ্দিক হইতে বিউগিল ও গুলীর আওয়াজ আরম্ভ হইল

গুরগিন খাঁ। বিশ্বাসঘাটক! বেইমান! না—না—হামি বেইমান হোবে না! বিশ্বাসঘাটক হোবে না, নবাব হামার মুখের ডিকে চাহিয়া হাছে—ডেশটা ডুবিয়া যাইবে। না—না—না! বেইমান হামি হোবে না।

ইংরেজ-সৈন্যকে দেওয়াল টপকাইয়া ঢুকিয়া পড়িতে দেখিয়া

Fall in! Fire! Fire! Fire!

ইংরেজ সৈন্যকে গুলী করিতে লাগিল

য়্যাডাম্‌স্। Fire!

ইংরেজ সৈন্য গুরগিন খাঁকে গুলী করিয়া অন্যত্র ছুটিল

গুরগিন খাঁ। নবাব! নবাব! হামি বেইমান ছিলাম না—এ টোমার ডেশের মাটির ডোষ! এ টোমার ডেশের মাটির ডোষ! হামি কি করিবে! হামি কি করিবে! (মৃত্যু)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মুঙ্গের দুর্গ-প্রাসাদ

ফতেমা বেগম

গান

মন কাঁদিয়ে কেবল কাঁদে রক্তমাখা লাল-পলাশী
সেই সিরাজের লাল-পলাশী,
অন্ধকারে আজও সেথায় মৃত্যু-রাখাল বাজায় বাঁশী
বাজায় ভাঙা-হাড়ের বাঁশী।
প্রভাত-আলোয় ছদ্মবেশে রাত্রি সেথায় নিত্য এসে
তন্দ্রা-তানে ছন্দ তোলে শুনছে যত কবর-বাসী
জ্যান্ত যত কবর-বাসী।
সোনার পুরে উড়ছে ধূলো,
জ্বলছে ধূ ধূ শ্মশান-চুলো,
কঙ্কালে কে জীবন দেবে
অশ্রুজলে দুলিয়ে হাসি—
দৃপ্ত প্রাণের মুক্ত হাসি॥

মীরকাশিমের প্রবেশ

মীরকাশিম। বেগম! বেগম! আজ আনন্দের দিন! উৎসবের দিন! আজ তোমার কণ্ঠে এ করুণ সঙ্গীত কেন?

ফতেমা। এ গান আমি গাইতে চাইনি জনাব! অথচ এই গানই—কেন জানি না—আমার কণ্ঠে আসছে!

মীরকাশিম। আমি জানি—আমি জানি—কেন আসে এই গান! কিন্তু এ গান আজ আমরা গাইব না। আজ গাইতে হবে আনন্দের গান—উৎসবের গান।

নেপথ্যে জয়-বাদ্য বাজিয়া উঠিল

ফতেমা। জয়-বাদ্য বাজছে! উদয়নালায় তবে আমাদের জয় হ'য়েছে! প্রভু! স্বামী! ঈশ্বর!

মীরকাশিম। জয়ের সংবাদে নয় প্রিয়া! জয়ের আশাতে, আমারি আদেশে বাজছে জয়-বাদ্য!

ফতেমা। আশা!...

মীরকাশিম। হ্যাঁ আশা! মানুষের পক্ষে যা সম্ভব উদয়নালায় আমি তা ক'রেছি। দুর্ভেদ্য দুর্গ—অগণিত সৈন্য—অপর্য্যাপ্ত অস্ত্র-শস্ত্র—পক্ষান্তরে মুষ্টিমেয় সৈন্য!

ফতেমা। পলাশীতেও তাই ছিল জনাব!

মীরকাশিম। ঠিক ব'লেছ ফতেমা, পলাশীতেও তাই ছিল। সিরাজের পরাজয় ছিল অসম্ভব—জয় ছিল অনিবার্য্য—অথচ পরাজয়ই হ'ল! —আমাদের বেইমানিতে অসম্ভবও হ'ল সম্ভব! আজও যদি পরাজয় হয়—একমাত্র বেইমানিতেই হবে।

ফতেমা। কিন্তু দেশের কি আজও শিক্ষা হয়নি? পলাশীর পরাজয়ের পর সুদীর্ঘ ছয়টি বৎসর কেটে গেছে—সে পরাজয়ের অর্থ দেশবাসী আজো কি মর্ম্মে-মর্ম্মে উপলব্ধি করেনি? বিদেশী বণিকদের হাতে মানদণ্ডের বদলে আজ রাজদণ্ড চ'লে যেতে ব'সেছে—যাদের আজ বিচার হওয়ার কথা তারাই আজ আমাদের বিচার ক'রতে ব'সেছে—এর অর্থ কি, দেশবাসী আজো কি তা বুঝতে পারছে না?

মীরকাশিম। না, পারছে না। তা যদি ক'রত তবে আবার তারা আমার বিরুদ্ধে কোম্পানীকে সাহায্য ক'রছে কেন?

ফতেমা। তারা কি জানে না, কোম্পানীর সঙ্গে তোমার বিরোধ শুধু দেশের জন্য, দেশবাসীর জন্য?

মীরকাশিম। তারা জেনেও কিছু জানে না—বুঝেও কিছু বোঝে না, তারা জানে শুধু তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ;—দেশের বাণিজ্য যাক—শিল্প যাক—তাদের নিজ নিজ স্বার্থ-রক্ষা হ'লেই তারা সুখী ; তারা দেশ বোঝে না—দেশ চায় না! বেইমান—স্বার্থপর!

ফতেমা। এই বেইমানদের কি শেষ নেই! এদের কি ধ্বংস নেই?

মীরকাশিম। সেই উদ্দেশ্যেই আজ আমার এই উৎসব। আজ প্রভাতে নবাব-সৈন্য ইংরেজকে আক্রমণ ক'রবে আদেশ দিয়েছি। প্রতি মুহূর্তে আমি জয়বার্তা প্রতীক্ষা ক'রছি। শুধু তাই নয়—জয়োৎসবের ব্যবস্থা পর্যন্ত ক'রেছি। বেইমানরা মুখে আমার জয়ধ্বনিও ক'রছে—কিন্তু অন্তরালে আমার পরাজয়ের আয়োজনও ক'রছে! আজ তাদেরি জন্য আমার এই উৎসব! কাল প্রাসাদে আমি আত্মগোপন ক'রে থেকে রটনা ক'রে দিয়েছিলাম: আমি উদয়নালা দুর্গ পরিদর্শন ক'রতে গিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে ঐ জগৎশেঠ, ঐ রায়-দুর্লভ, ঐ রাজবল্লভ—নিশ্চিন্তমনে ইংরেজ-শিবিরে গিয়ে উপস্থিত! আজ প্রত্যূষে অতি গোপনে তারা মুঙ্গেরে প্রত্যাবর্তন ক'রেছে। তাদের প্রত্যেককে আমি নিমন্ত্রণ ক'রেছি আমার এই উৎসবে! আজ যদি উদয়নালায় আমাদের পরাজয় হয়—তা'হলে এইখানেই বাংলার এই সেরা বেইমানদের—ধ্বংস ক'রে—আমরা আলিঙ্গন ক'রব মৃত্যু···হয় স্বাধীনতা, নয় মৃত্যু!···

ফতেমা। মৃত্যুতে তো প্রায়শ্চিত্ত হবে না, প্রিয়তম! 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' তোমার প্রতিজ্ঞা। আমাদেরই পাপে যদি স্বাধীনতা যায়—

আমাদের গ্রহণ ক'রতে হবে পরাধীনতা দূর করবার সাধনা—মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত সেই হবে আমাদের সাধনা—সেই হবে আমাদের 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত'।—যদি পার সে-সাধনা গ্রহণ করবার পূর্বে নির্মূল কর বেইমানদের—নির্মূল কর বাংলার মীরজাফরদের—

মীরকাশিম। ঐ তারা আসছে—তুমি অন্তরালে অবস্থান কর; স্বাধীনতা রক্ষার সাধনা যদি ব্যর্থ হয়—পরাধীনতা দূর করবার সাধনা নিয়েই যাব ভারতের গ্রামে গ্রামে—ঘরে ঘরে,—কিন্তু স্বাধীন দেশের চেয়ে পরাধীন দেশে যারা হবে ভীষণতর দুষমন—স্বাধীনতার এই সমাধিতে সেই বেইমানদের ধ্বংস ক'রে তবে আমরা যাব।

ফতেমার প্রস্থান

উৎসব-বাদ্য বাজিয়া উঠিল—জগৎশেঠ প্রভৃতি আমীর ওমরাহগণ প্রবেশ করিলেন। মীরকাশিম হর্ষোৎফুল্ল আননে তাঁহাদের সহিত অভিনন্দন-বিনিময় করিলেন।

রায়দুর্লভ। জনাব! হঠাৎ এই উৎসব?

মীরকাশিম। বলুন তো কেন?

জগৎশেঠ। নিশ্চয়ই আমাদের জয় হ'য়েছে। উদয়নালায় ইংরেজদের আমরা বোধ হয় সবংশে নিধন ক'রেছি!

রাজবল্লভ। মীরজাফরকে বধ করা হ'য়েছে তো?

মীরকাশিম। হাঃ হাঃ হাঃ—আপনি কি বলেন, মীর্জাইরাজ খাঁ?

মীর্জাইরাজ খাঁ। যদি তাকে বধ করা না হ'য়ে থাকে, ঐ আদেশটি আমায় দিন, জনাব। কাটোয়া আর গিরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে, উদয়নালায় তার প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলাম, জনাব আমায় সে সুযোগ দেন নি—আমার জীবনে যে কি জ্বালা, তা কি ব'লব, জনাব!

মীরকাশিম। শান্ত হন—শান্ত হন। আপনি কি বলেন সৈয়দমহম্মদ খাঁ?

সৈয়দমহম্মদ খাঁ। উদয়নালায় আমাদের জয় না হ'য়ে যায় কোথায়!

তকী খাঁ জীবিত থাকলে, অবশ্য, আমার সন্দেহ ছিল। ঐ কাটোয়াতেই আমি ইংরেজ নাম পৃথিবী থেকে মুছে ফেলতাম, পারলাম না শুধু তকী খাঁর—হঠকারিতায়। যত বলি, সব ইংরেজ আসুক, এক সঙ্গে মারব—শুনল না! যাক্—দু' একটা ইংরেজ বেঁচেছে, না সবংশে?

রায়দুর্লভ। মীরজাফরের কী হ'য়েছে? বধ করা হ'য়েছে তো? শত্রুর শেষ রাখতে নেই—শত্রুর শেষ রাখতে নেই!

মীরকাশিম। উদয়নালায় ইংরেজবাহিনী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস—মনিবেগম বন্দিনী—মীরজাফর বধ······

নবাবের প্রতি কথায় জগৎশেঠদের মুখ-চোখের পরিবর্তিত ভাব
দেখিয়া নবাব কৌতুক অনুভব করিতে লাগিলেন·

মীরকাশিম। (ক্ষণেক থামিয়া ইহাদের অনুচ্চারিত আর্তনাদ উপভোগ করবার পরে বলিলেন) এই শুভ সংবাদ—পাবো এই আশায়—আজ এই উৎসব!···উৎসব! উৎসব!

জগৎশেঠের মুখ-চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল

সকলে। নিশ্চয়! নিশ্চয়!

মীরকাশিম। আজ প্রভাতে যুদ্ধ সুরু হ'য়েছে। এখনো জয়বার্তা আসছে না কেন শেঠজী?

জগৎশেঠ। না এলেও এল ব'লে!

রায়দুর্লভ। ধ'রে নিন্—এসেছে।

রাজবল্লভ। তা নয় তো কি!

সৈয়দমহম্মদ। তকী খাঁ যদি বেঁচে থাকতো আমার সন্দেহ ছিল।

মীর্জাইরাজ খাঁ। যদি বধ না হ'য়ে থাকে, তাকে গুলী করবার ভারটা আমায় দিন জনাব!

মীরকাশিম। আমার মনে হচ্ছে, কী কাজ এই অনিশ্চয়তার মধ্যে থেকে। সন্ধি ক'রলে কেমন হয়?—

সকলে। তা—তা—

সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল

মীরকাশিম। (জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ ও রাজবল্লভকে) আপনারা নৌকা-যোগে উদয়নালায় ইংরেজ-শিবিরে—

তিনজনেই চমকাইয়া উঠিলেন

একবার যাবেন?

ইঁহারা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন

জগৎশেঠ। না জনাব! কোন আবশ্যক নেই।

রায়দুর্লভ। ইংরেজ-শিবিরে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে যাওয়ার অপমানের চেয়ে, আমাদের—আর যে-কোন শাস্তি দিতে চান, দিন।

রাজবল্লভ। সেখানে মীরজাফর র'য়েছে। সে আমার মুখের দিকে চেয়ে যে-হাসি হাসবে তা সইতে পারব না জনাব।

মীর্জাইরাজ খাঁ। দেশটাকে ডোবাতে পারব না জনাব।

জগৎশেঠ। এ যুদ্ধে আমাদের জয় অনিবার্য। গুরগিন খাঁ রয়েছে—মঁসিয়ে জেন্‌টিল—ইংরেজ যাবে কোথায়?

মীরকাশিম। বেশ! তবে সকলে স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করুন, উৎসব আরম্ভ হোক!

নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি আরম্ভ হইল

সমরুর প্রবেশ

সমরু। নবাব—জরুরি খবর হাছে—

মীরকাশিম। কি সংবাদ সমরু?…

সমরু। হামি যটবার কহিটেছে, ডুষমনডের শেষ করিয়া ডি—নবাব কান দিটেছেন না—এবার টাহাদের কাণ্ড দেখুন।

জগৎশেঠ প্রভৃতি চমকাইয়া উঠিল; তাহাদের পরম উদ্বেগ

মীরকাশিম। তুমি কাদের কথা ব'ল্‌ছ সমরু!

সমরু। মুঙ্গেরের ইংরেজ-লোক।

মীরকাশিম। তারা তো নজরবন্দী র'য়েছে।

সমরু। চাকর খানসামাডের ডিয়া টাহারা গোলা-গুলী-বণ্ডুক জোগাড় করিটেছে—ঘুষ দিয়া প্রহরীডের হাট করিয়াছে—

মীরকাশিম। হুঁ! এখানেও উৎকোচ! উদয়নালার সংবাদ কিছু পেয়েছ সমরু?

সমরু। না জনাব!

মীরকাশিম। তা হ'লে—আমাদের আরও কিছুকাল অপেক্ষা ক'রতে হবে। এখানকার সব প্রস্তুত?

সমরু। সবই টৈয়ার জনাব।

মীরকাশিম। তুমি আমার আদেশের অপেক্ষায় থাক!

সমরুর প্রস্থান

নবাব রাজা রাজবল্লভের নিকট অগ্রসর হইলেন

রাজা রাজবল্লভ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন

রাজবল্লভ। মনে কেমন যেন একটা অস্বস্তি অনুভব ক'রছি।

মীরকাশিম। রাজা-সাহেব, দেশপ্রেম সবে আপনার বুকে সাড়া দিয়েছে। তাই ঐ বুকে আজ দ্রুত-স্পন্দন, দুরু দুরু কম্পন।

জগৎশেঠ। উদয়নালার খবর এখনো আসেনি জনাব?

মীরকাশিম। উদয়নালার খবরের অপেক্ষাই ক'রছি শেঠজী! কি খবর আসবে বলুন তো?

জগৎশেঠ। আপনার বিজয়-বার্তা?

মীরকাশিম। তা হ'লে আজ সারারাত এই গঙ্গার বুকে চ'ল্‌বে আমাদের নৌ-বিহার।

রায়দুর্লভ। কি প্রবল স্রোত এখানকার গঙ্গায়!......

মীরকাশিম। গা যখন ভাসিয়েই দিয়েছি, তখন স্রোতে আর ভয় কি রাজা-সাহেব!

রাজবল্লভ। বুরুজের নীচে...গঙ্গা গর্ভে প্রকাণ্ড একটা ঘূর্ণি—

মীরকাশিম। রাজা রাজবল্লভ! বুরুজে দাঁড়িয়ে ঘূর্ণি দেখে' শিউরে' উঠলেন! আর আমি কতবার দেখেছি আরোহী-সমেত কত নৌকা ঐ ঘূর্ণির বেইমানিতে পড়ে' অতলে তলিয়ে গেছে।......উদয়নালায় যদি পরাজয় হয়—

রাজবল্লভ। তা হ'লে কি জনাব?

মীরকাশিম। বলুন তো রাজা রাজবল্লভ, বলুন তো শেঠজি, বলুন তো রাজা রায়দুর্লভ, উদয়নালায় পরাজয় হ'লে আমরা কি ক'রবো? (সকলে চুপ করিয়া রহিল) কেউ ব'লতে পারছেন না! উদয়নালায় পরাজয় হ'লেও আমরা নৌবিহার ক'রবো—

জগৎশেঠ। কিন্তু বুরুজের নীচেকার গঙ্গায় ওই ঘূর্ণি—?

মীরকাশিম। উৎসবে যখন মন মেতে উঠবে তখন গঙ্গার জলের ঐ ঘূর্ণির ভয়ে কে তীরে ব'সে থাকবে! উৎসব! উৎসব! আবার সুরু হোক—নাচের উৎসব, গানের উ ৎ স ব!......

নেপথ্যে আসন্ন ধ্বংসের আগমনী বাদ্য যেন বাজিতে লাগিল

রাজবল্লভ। জনাব! জনাব!

মীরকাশিম তাহার কাছে আগাইয়া গেলেন

মীরকাশিম। একি! রাজা রাজবল্লভ! আপনার কপালে ঘাম কেন?

রাজবল্লভ। ওই বাজনা বন্ধ ক'রতে আদেশ দিন, জনাব। আমি উৎসব সইতে পারছি না।

রায়দুর্লভ। জনাব, উদয়নালার সংবাদের জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হ'য়ে

র'য়েছি ! উৎসব আমাদের ভালো লাগছে না—উৎসব বন্ধ করুন জনাব।—

মীরকাশিম। আপনারা ব'লছেন কি রাজা ? উদয়নালার বিজয়বার্তা আমি যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। তাই তো আমার মন আজ উৎসবের আনন্দে মেতে উঠেছে। আপনারা মিছে চঞ্চল হবেন না। উৎসব ! উৎসব ! হাঃ হাঃ হাঃ আজ নিশ্চিন্ত উৎসব……

অন্য দিকে চলিয়া গেলেন

রায়দুর্লভ। (মীরকাশিমকে দেখাইয়া) মাথা খারাপ হ'য়ে গেল নাকি !

রাজবল্লভ। আমার ভয় হচ্ছে রায়দুর্লভ। ওর ওই হাসি, ওর ওই পরিহাস—আমার ভাল লাগছে না ; মনে হচ্ছে, ওর মনের কোণে যেন রয়েছে কোন গূঢ় অভিসন্ধি।

জগৎশেঠ। রাজা রাজবল্লভ, রাজা রায়দুর্লভ দীর্ঘকাল আমরা এক সঙ্গে র'য়েছি, বন্ধুত্ব আমাদের আজও অটুট। যদি বিপদ কিছু হয়, আমাকে ত্যাগ ক'রবেন না—

মীর্জাইরাজ। ঐ আবার আসছে এই দিকে !

মীরকাশিম। হঁ্যা, আপনাদেরও জিজ্ঞাসা করি—আপনারা বলুন তো ! বলুন তো, উদয়নালায় যদি আমাদের পরাজয় হয়, তাহ'লে আমরা কি ক'রব !

সকলে মহাবিপদে পড়িলেন। মীরকাশিম তাহাদের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া কহিলেন

ব'লতে পারছেন না ? ব'লতে পারছেন না ? তা হ'লেও আমরা উৎসব ক'রব—।

জগৎশেঠ। তা হ'লেও আমরা উৎসব ক'রব ?

মীরকাশিম। হাঁ শেঠজী! গঙ্গায় নৌ-বিহার! ওই দূরে চেয়ে দেখুন— ঐ দূরে, একখানা কালো মেঘ! ঐ মেঘ বড় হ'য়ে সারা আকাশ ছেয়ে ফেলবে; ঐ মেঘের রূপ দেখে গঙ্গা ফুলে' ফুলে' দুলে' উঠবে; সেই রূপ দেখে মেঘ গ'লে যাবে, জল হবে, ঝড় হবে। সেই জলে ঝড়ে, ফুলে ওঠা গঙ্গার বুকে, আঁধারে, নিকষ কালো আঁধারে আজ হবে—নৌ-বিহার! জীবনের পরম উৎসব—! চরম উৎসব! হাঃ—হাঃ—হাঃ—

সকলে। জনাব! জনাব!

নজাফ খাঁ প্রবেশ করিলেন

নজাফ খাঁ। জনাব! সর্বনাশ হ'য়েছে! আমাদের শেষ প্রয়াসও—

মীরকাশিম আড়ষ্ট হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন;
তাহার পর কহিলেন

মীরকাশিম। শেষ প্রয়াসও ব্যর্থ হ'য়েছে ?

নজাফ খাঁ। গুরগিন খাঁ বেইমানি ক'রে উদয়নালা ইংরেজের হাতে তুলে' দিয়েছে।

মীরকাশিম। গুরগিন! অবশেষে গুরগিন!—

নজাফ খাঁ। লক্ষ টাকার বিনিময়ে!

মীরকাশিম। মাত্র লক্ষ টাকার বিনিময়ে!

নজাফ খাঁ। এই শেঠজীই তাহার জামিন!

জামিন-নামা দেখাইল

মীরকাশিম। শেঠজী…

রাজা রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ } জনাব, আমরা এর কিছুই জানি না…

মীরকাশিম। না, না, আপনারা কিছুই জানেন না···ঐ···ঐ মেঘে-মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে, ঐ শুনুন তার ডমরু-ধ্বনি, প্রস্তুত হোন, আপনারা উৎসবের জন্য প্রস্তুত হোন, অন্ধকারে গঙ্গার বুকে নৌ-বিহার! প্রস্তুত হোন, আপনারা প্রস্তুত হোন···সমরু···সমরু হাঃ—হাঃ—হাঃ—

বিদ্যুৎ, ডমরু, প্রলয়বাদ্য, নবাবের অট্টহাস্য। সদলবলে সমরু আসিয়া বেইমানদের বধ করিল। নবাবের অট্টহাস্যের মধ্যে যবনিকা পড়িল

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দিল্লীর জুম্মা মসজিদ

সুবিস্তীর্ণ সোপান শ্রেণীর নিম্নস্থ প্রাঙ্গণ

ফতেমাবেগম ও নজাফ খাঁর প্রবেশ

ফতেমা। পেলে?

নজাফ খাঁ। না মা!

ফতেমা। এখানেও নেই—

নজাফ খাঁ। তা'হলে গেলেন কোথায়!

ফতেমা। বাদশার সঙ্গে কিছুতেই দেখা ক'রতে না দেওয়ায় আজ এখানে যখন বাদশা নামাজ পড়তে আস্‌বেন তখন পথে দাঁড়িয়ে থাকবেন আমায় ব'লেছিলেন।

নজাফ খাঁ। আমায়ও তা ব'লেছিলেন। আমি তখনি নিষেধ ক'রেছিলাম।

ফতেমা। আমিও নিষেধ ক'রেছিলাম। চারদিকে শত্রু! চারদিকে কোম্পানীর গুপ্তচর!

নজাফ খাঁ। 'ধরিয়ে দিলে লক্ষ টাকা—' কোম্পানীর সেই ইস্তাহার দেখ্‌লাম এখানেও বিলি হ'য়েছে।

ফতেমা। আমাদের দিল্লীতে আসা একেবারেই উচিত হয়নি।

নজাফ খাঁ। বাদশার সঙ্গে দেখা ক'রবার জন্য ক্ষেপে উঠেছেন, আমার এখন মনে হচ্ছে বাদশাই ওকে ধরিয়ে দেবেন।

ফতেমা। বলেন, বাদশা ওর দোস্ত—

নজাফ খাঁ। চুপ! মনে হচ্ছে কেউ কেউ আমাদের লক্ষ্য ক'রছে। আমরা ওদিকটা দেখে আসি—

ফতেমা সহ প্রস্থান

উজীর মাজাদউদ্দৌল্যা ও কর্ণেল কামিংসের চর আতাউল্যা খাঁর প্রবেশ। তাহারা একধারে সরিয়া আসিয়া কথোপকথন করিতে লাগিলেন

আতাউল্যা। আর কতক্ষণ এখানে বিলম্ব হবে জনাব?

মাজাদউদ্দৌল্যা। নামাজের পরই যাব।

আতাউল্যা। কিন্তু আমার যে দেরী হ'য়ে যাচ্ছে। কর্ণেল কামিংস চ'টে যাবেন। আপনার উত্তর নিয়ে আমার আজই সন্ধ্যায় ফিরবার কথা।

মাজাদউদ্দৌল্যা। এত ব্যস্ত কেন?

আতাউল্যা। উদয়নালা যুদ্ধের পর আজ কত বৎসর পার হ'য়ে গেল— আজো ইংরেজ মীরকাশিমকে ধ'রতে পারল না—মুঙ্গেরে পাটনায় ইংরেজ-হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারল না, ইংরেজের চ'ক্ষে ধুলো দিয়ে মীরকাশিম বাঙলা ছেড়ে পালিয়ে গেল—অথচ কেউ তা জানল না—বিলেতের সাহেবরা পর্য্যন্ত ক্ষেপে উঠেছেন!

মাজাদউদ্দৌল্যা। ক্ষেপে উঠেই বা ক'রছেন কি! আমি চিঠি দিয়েছিলাম ব'লেই না আজ তাঁরা জানতে পেরেছেন মীরকাশিক এখানে!

আতাউল্যা। সে তো বটেই। আপনার মত লোক দেশে আছে বলেই না ইংরেজদের ভরসা। তাঁরা আপনারই ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে রয়েছেন।

মাজাদউদ্দৌল্যা। আমার উপর নির্ভর ক'রে র'য়েছেন ব'লবেন না। তাঁরা বাদশার ওপর নির্ভর ক'রেছেন বলুন। তাঁর কাছে পর পর দু'খানা আর্জি পেশ ক'রেছেন।

আতাউল্যা। মীরকাশিম বাদশার প্রাপ্য সুবে-বাংলার রাজস্ব নিয়ে পালিয়েছে, বাদশা তাকে ধরুন—অপহৃত রাজস্ব উদ্ধার করুন।—

মাজাদউদ্দৌল্যা। বাদশা কি বলেন জানেন?

আতাউল্যা। কি?

মাজাদউদ্দৌল্যা। বাদশা বলেন তিনি যখন পাটনায় অর্থহীন হ'য়ে প'ড়েছিলেন, তখন মীরকাশিম তাঁকে বহু অর্থ দিয়ে সাহায্য ক'রেছিল। জীবনে তার ঋণ শোধ ক'রতে পারবেন না—

আতাউল্যা। কোম্পানী বলে, বাদশা যদি কোন প্রকারে মীরকাশিমকে বন্দী ক'রে ইংরেজ-করে সমর্পণ করেন ইংরেজ জাতি তাঁর কাছে চিরবাধিত থাকবে।

মাজাদউদ্দৌল্যা। এর উত্তরে বাদশার কি উত্তর শুনবেন?

আতাউল্যা। কি জনাব?

মাজাদউদ্দৌল্যা। মীরকাশিম বাদশার স্বজাতি—স্বধর্মী। বিদেশী বিধর্মীর হাতে তাকে ধরিয়ে দেবেন এমন নরাধম বাদশা নন্।

আতাউল্যা। কিন্তু এতে ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করা হচ্ছে না কি?

মাজাদউদ্দৌল্যা। উদয়নালায় হেরে গিয়ে মীরকাশিম যখন অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্যার আশ্রয়ে ছিল—ইংরেজেরা ঠিক এইরূপ আর্জিই সুজাউদ্দৌল্যার কাছেও পেশ ক'রেছিল। কিন্তু সুজাউদ্দৌলা কি ক'রল।

আতাউল্যা। মীরকাশিমের ধনরত্ন লুট ক'রে নিয়ে মীরকাশিমকে তাড়িয়ে দিল।

মাজাদউদ্দৌল্যা। কিন্তু ইংরেজের হাতে ধরিয়ে দেয় নি তো? এর কারণ আর কিছুই নয়, মীরকাশিম সুজাউদ্দৌল্যার স্বধর্মী। মীরকাশিম যদি একবার কোনমতে বাদশার সঙ্গে দেখা ক'রতে

পারে—বাদশা তাকে আশ্রয় দেবেন—ইংরেজের হাতে কিছুতেই সমর্পণ ক'রবেন না—ইংরেজের শত্রুতার ভয়েও না!

আতাউল্যা। তা'হ'লে উপায়? আপনি জানিয়েছেন মীরকাশিম দিল্লীতেই র'য়েছে!

মাজাদউদ্দৌল্যা। হ্যাঁ। দিল্লীতেই সে এসেছে। এসেই বাদশার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য আমার শরণাপন্ন হয়—কিন্তু আমি তাকে সাক্ষাৎ ক'রতে দিই নি—বাদশাকে জানতেও দিই নি যে সে এসেছে।

আতাউল্যা। আপনি নায়েব উজীর ব'লেই এটুকু সম্ভব হ'য়েছে। দয়া ক'রে এইবার ওকে ধরিয়ে দিন—

মাজাদউদ্দৌল্যা। কাজটা যত সোজা মনে ক'রছেন, তা নয়।

আতাউল্যা। আমরা সংবাদ পেয়েছি ওর সঙ্গে যে তিন হাজার লোক কয়েকমাস আগেও ছিল, এখন তা নেই—সবাই ক্রমে ক্রমে খসে পড়েছে!

মাজাদউদ্দৌল্যা। তারা ওর যা ছিল সব লুটে পালিয়েছে। এখন সঙ্গে আছে শুধু বেগম, আর আছে দু'চারজন বিশ্বস্ত অনুচর।

আতাউল্যা। তবে ও'কে ধ'রতে আর অসুবিধা কি?

মাজাদউদ্দৌল্যা। যদি বাদশা জানেন, কারো রক্ষা থাকবে না।

আতাউল্যা। যাতে বাদশা না জানেন এই ভাবে ধরিয়ে দিন—

মাজাদউদ্দৌল্যা। মুজুরি পোষাবে না।

আতাউল্যা। কেন! কেন! লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণাই আছে। তদুপরি, ইংরেজের খেতাব—মোটা বেতনে চাকুরী—যা চান পাবেন—

মাজাদউদ্দৌল্যা। ওটা অগ্রিম চাই এবং গোপনে।

আতাউল্যা। বেশ, তাই হবে। একবার মীরকাশিমকে দেখে যেতে পাই না?

মাজাদউদ্দৌল্যা। সেইজন্যই আপনাকে এখানে এনেছি।

আতাউল্যা। মীরকাশিম তবে এখানে—

মাজাদউদ্দৌল্যা। শয়তান কি কম? দরবারে বাদশার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে দিইনি ব'লে আমায় শাসিয়েছে জুম্মাবারে বাদশা যখন নামাজ পড়তে আস্‌বেন সেই সুযোগে সে বাদশার সঙ্গে দেখা ক'রবে। প্রতি জুম্মাবারে আসছে।

আতাউল্যা। সর্বনাশ! এখন উপায়?

মাজাদউদ্দৌল্যা। উপায়—আমি ক'রে রেখেছি।

আতাউল্যা। কোথায় সে?

মাজাদউদ্দৌল্যা। হয় তো আশে-পাশেই আছে। আসুন দেখ্‌চি।

উভয়ের প্রস্থান

এক ভিক্ষুক ও ভিক্ষুকপত্নী গান গাহিতে গাহিতে আসিল

গান

চল্‌ বেদুইন, অচল পথে
পীতমকে তোর চাস্‌রে যদি!
রাজপথে যে কেবল ধুলো,
এই জনতায় নেই দরদী।

মীরকাশিমের প্রবেশ। পরিধানে ছিন্ন মলিন পোশাক।
ভিক্ষুক ও ভিক্ষুকপত্নীর গান চলিতে লাগিল

খুঁজবে কারা মরীচিকা—
মরুর বুকে জুঁই-কলিকা!
কে নিতে চায় ফকিরী ভাই,
কে নিবি বল্‌ রাজার গদী?

ওগো মালিক! তোমার দেশে
আস্‌মানে সাত-সাগর মেশে,
সেই সাগরে কূল হারিয়ে
অকূল খোঁজে জীবন-নদী।

গানের শেষে ভিক্ষুক ও ভিক্ষুকপত্নী মীরকাশিমের নিকট ভিক্ষা চাহিল

মীরকাশিম। নেই, কিছু নেই। একদিন মুঠো ভ'রে মোহর তুলতাম, মুঠো ভ'রে ছড়িয়ে দিতাম। আজ নেই···কিছু নেই!

মস্‌জিদের দিকে ফিরিলেন

ভিক্ষুক। পাগল!

মীরকাশিম ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন

মীরকাশিম। হ্যাঁ—হ্যাঁ—পাগল! ঠিক ব'লেছ—পাগল। নইলে কি শুনতে পাই সিরাজের আর্তনাদ, লুৎফার ক্রন্দন, বাংলার হাহাকার! তোমরা কি তা শুন্‌তে পাও? তোমরা কি দেখ্‌তে পাও এক ফোঁটা রক্ত বড় হ'য়ে সারা দেশ লাল ক'রে দিচ্ছে? পাও দেখ্‌তে?

ভিক্ষুকপত্নী। (ভিক্ষুককে) চল্ চল্ পালিয়ে যাই—

মীরকাশিম। হাঁ, হাঁ, পালাও! পালাও! বাংলা থেকে পাটনায়, পাটনা থেকে মুঙ্গের, মুঙ্গের থেকে অযোধ্যায়—অযোধ্যা থেকে দিল্লীতে পালিয়ে এলাম। আস্‌তে আস্‌তে দেখ্‌লাম, যে পারছে সে-ই পালাচ্ছে। মাটিতে স্থির হ'য়ে বুক ফুলিয়ে কেউ রুখে দাঁড়াচ্ছে না—কেউ না! সারা দেশে কেউ না!! পালাও—পালাও······

কথা শেষ হইবার আগেই ভিক্ষুক ও ভিক্ষুকপত্নী চলিয়া গেল।
মীরকাশিম কথা শেষ করিয়া চাহিয়া দেখিলেন

মীরকাশিম। একা! আবার একা!

ধীরে ধীরে গিয়া আবার মসজিদের সোপানে বসিলেন। ধীরে ধীরে ফতেমা আর নজাফ খাঁ প্রবেশ করিল

নজাফ। ওই দেখুন মা!

ফতেমা। নজাফ! এ-ও আমাকে দেখতে হোলো! অনাহারে শীর্ণ দেহখানি জীর্ণ শালে জড়িয়ে নির্জ্জনে নির্ব্বান্ধব ব'সে র'য়েছেন বাংলার প্রজাপালক নবাব কাশেম আলি!

নজাফ। দেখা পেয়েছ, এই কি যথেষ্ট নয়, মা?

ফতেমা। হ্যাঁ, নজাফ, তা-ই আমার ভাগ্য। নজাফ!

নজাফ। মা!

ফতেমা। আমি এগিয়ে যাব ওঁর কাছে?

নজাফ। যাও মা—

ফতেমা। পেছনে চুপটি ক'রে ব'সে ওর ব্যথা-ভরা বুকে হাত বুলিয়ে দোব নজাফ?

নজাফ। দাও মা—

ম্লান হাসি হাসিয়া ফতেমা অগ্রসর হইল

কিন্তু মা, মনে রেখ……

ফতেমা ফিরিয়া আসিল

ফতেমা। কি নজাফ?

নজাফ। মনে রেখো চারিদিকে শত্রু। বেশীক্ষণ এখানে থাকা নিরাপদ নয়। যত শীগ্গির পার ওকে নিয়ে চলে এস।

ফতেমা। নজাফ!

নজাফ। বল, মা—

ফতেমা। আমার যেতে সাহস হচ্ছে না; আমি যাব না। আমি… …ফিরে যাই—

নজাফ। সে কি মা!

ফতেমা। তুমি জাননা নজাফ, মীরজাফরের কন্যা ব'লে নবাব আমাকে কত ঘৃণা করেন! আমাকে দেখলেই হয় তো উত্তেজিত হ'য়ে চ'লে যাবেন। তাই, আমি বলি, নজাফ, আমি চ'লে যাই। তুমি ওকে নিরাপদে কোথাও নিয়ে যাও। তারপর···তারপর যদি সুদিন কখনো আসে, তাহ'লে ··

মীরকাশিম উঠিয়া দাঁড়াইলেন; সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিলেন

নজাফ। নবাব এই দিকেই আসছেন—

ফতেমা। আমি যাই নজাফ!

একটু অগ্রসর হইল

মীরকাশিম। যেয়োনা···

ফতেমা দাঁড়াইল

যেয়োনা তোমরা···আর আমি একা থাকতে পারি না···

তাহাদের মাঝে আসিয়া দাঁড়াইলেন

গাও আবার সেই গান—

"ওগো মালিক! তোমার দেশে
আসমানে সাত-সাগর মেশে
সেই সাগরের কুল হারিয়ে
অকুল খোঁজে জীবন-নদী"

গাও।

ফতেমার দিকে ফিরিলেন

গাও বহিন!

ফতেমা। জনাব, জাঁহাপনা, আমি যে আপনার বাঁদী!

মীরকাশিম। কে! মীরজাফরের কন্যা? এখানেও এসেছ পিতার আদেশে ধরিয়ে দিতে!

ফতেমা। মীরজাফরের কন্যা আমি নই জাঁহাপনা! নবাব কাশেম আলির বাঁদী—ফতেমা!

মীরকাশিম। কাশেম আলির বাঁদী!

নজাফ। জাঁহাপনা! চারিদিকে শত্রু! আপনাকে যে ধরিয়ে দেবে সে লক্ষ টাকা পুরস্কার পাবে।

মীরকাশিম। হাঁ, হাঁ, তাই তো মীরজাফরের কন্যা দিল্লী পর্যন্ত ছুটে এসেছে লাখো টাকার লোভে—আসবে না! তার বাপ টাকার লোভে বাংলাকে বিক্রী ক'রেছিল।

ফতেমা। না জাঁহাপনা, মীরজাফরের কন্যা তার বাপের কাছে ফিরে যাবে না! সে থাক্‌বে তার স্বামীর কাছে! লতা যেমন ক'রে গাছকে জড়িয়ে থাকে, ছায়া যেমন ক'রে কায়ার পেছনে পেছনে ফেরে, তেমন ক'রে আমি সকল দুঃখে, সকল দুর্দিনে আপনার সঙ্গে অভিন্ন হ'য়ে থাকব, মৃত্যু ছাড়া কেউ আমাকে আপনার কাছ থেকে পৃথক্‌ ক'রে নিতে পারবে না।

মীরকাশিম। তবে তাই হোক! মৃত্যুই হোক মীরজাফরের কন্যার স্বামীভক্তির—পুরস্কার।...

গলা টিপিয়া ধরিলেন

নজাফ। জনাব! জাঁহাপনা!

ছাড়াইয়া নিল

ফতেমা। হায় খোদা!

বসিয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল

মীরকাশিম। চোখের জলে আমি ভুলছি না! লুৎফাও কেঁদেছিল, গোটা বাংলা আজ ডুক্‌রে কাঁদছে। আল্লার নামে, অতীত যুগে যাঁরা ভারতের জনগণকে সুসংবদ্ধ করেছিলেন তাঁদের নামে, যে-সকল পরলোক-গত বীর আমাদের কাছে বীরত্ব ও আত্মত্যাগের আদর্শ স্থাপন ক'রে গেছেন তাঁদের নামে, দেশের জনসাধারণকে আমাদের পতাকাতলে সমবেত হবার জন্মে, বিদেশী বণিকদের হাত থেকে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আহ্বান করেছি, ইংরেজের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রাম সুরু করবার জন্মে জনে জনে ডেকে বলেছি—বলেছি, শত্রু যতদিন না বাঙলা ছেড়ে যায়, ভারত ছেড়ে যায় ততদিন আমরা হিন্দু মুসলমান সকলে মিলে তাদের রুখে দাঁড়াব—এদেশ ছেড়ে চ'লে যেতে তাদের বাধ্য করব—শুধু এই চরমসঙ্কটে কেউ তোমরা বেইমানি ক'রোনা—বেইমানি করোনা—কে তার মূল্য দিল? কে তার মূল্য দেবে? সিরাজ নিয়ত আমার কানে কানে ব'লচে—পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত কর—আকাশে বাতাসে ধ্বনি তোল "ভারত ছাড়ো—ভারত ছাড়ো।"

মাজাদ্দউদ্দৌল্যা ও প্রহরিগণের প্রবেশ

মাজাদ। এখানে এত গোলমাল কিসের?

মীরকাশিম। এই যে উজীর! দয়া কর, ভাই, দয়া কর—আমায় একটিবার বাদশার সম্মুখে হাজির কর—

মাজাদ। দেখছি শক্ত পাগল—সরাও, সরাও, বাদ্‌শা আসবার সময় হ'য়েছে।

প্রহরিগণ মীরকাশিমকে ধরিতে গেল

মীরকাশিম। কি আমি পাগল! বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতি

নবাব মীরকাশিম পাগল! আর সে কথা ব'লছে কিনা বেতনভোগী এক ভৃত্য!

নজাফ। জনাব! জনাব! আপনি স্থান-কাল-পাত্র বিস্মৃত হচ্ছেন; আসুন, আমার সঙ্গে আসুন—

মীরকাশিম। (থমকিয়া দাঁড়াইলেন) তুমিও নজাফ খাঁ, শেষে তুমিও! তুমিও আমায় পালাতে ব'লছ?

মাজাদউদ্দৌল্যার চরের প্রবেশ

চর। (মাজাদউদ্দৌল্যাকে) জনাব! বাদ্‌শা আসছেন।

মীরকাশিম। (শুনিতে পাইয়া সোল্লাসে) বাদশা আসছেন! বাদ্‌শা আসছেন!

মাজাদ। কি সর্বনাশ! বন্দী কর, বন্দী কর, এ পাগ্‌লাকে বন্দী কর, এখানে থেকে নিয়ে যাও, বাদ্‌শা যাতে দেখ্‌তে না পান।

প্রহরী অগ্রসর হইল

মীরকাশিম। কার সাধ্য আমায় বন্দী করে! বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতিকে বন্দী ক'রবে কে? কার আদেশ? (রুখিয়া উপরের ধাপে উঠিতে উঠিতে বলিতে লাগিলেন) বাদ্‌শা। বাদ্‌শা!

রক্ষীরা তাহাকে ধরিল

মাজাদ। বন্দী কর! বন্দী কর—পাগ্‌লাটাকে বন্দী কর—

মীরকাশিম। ছাড়, আমায় ছাড়। বিশ্বাস কর আমি পাগল নই, আমি পাগল নই! সুদূর বাংলা থেকে আমি পত্র বহন ক'রে এনেছি। ......আলিবর্দীর পত্র, সিরাজের পত্র, গোপনীয় পত্র—রক্তের হরফে লেখা পত্র...আমি বাদ্‌শার কাছে, খোদা-তালার কাছে পেশ ক'রব...

প্রহরিগণ ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল

ফতেমা। হায় খোদা!—প্রভু—স্বামী—

মীরকাশিম কপালে হাত দিতে টের পাইলেন
রক্ত পড়িতেছে

মীরকাশিম। রক্তে লাল হ'য়ে গেছে! রক্তে লাল হ'য়ে গেছে—পলাশীর প্রাঙ্গণ যে-রক্তে রাঙা হ'য়েছে—সে-রক্তে সারা বাংলা লাল হ'য়ে গেল—সেই রক্তের বন্যা ধেয়ে আস্‌ছে, সারা ভারত লাল হ'য়ে যাবে, সারা-ভারত লালে লাল হ'য়ে গেল,—লালে লাল হ'য়ে গেল—লালে লাল হ'য়ে গেল— (মৃত্যু)

যবনিকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

লেখকের কথা

—জাতিকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করিবার পুণ্যসাধনা গ্রহণ করিয়া নাট্যনিকেতননায়ক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ নাট্যজগতে যে কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন, আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে তাহা স্থান পাইবে সন্দেহ নাই। তাঁহারই ঐকান্তিক উদ্যোগ ও উদ্যমে বর্ত্তমানকালে "গৈরিক পতাকা" "কারাগার" এবং "সিরাজদ্দৌল্যা" অভিনীত হইয়া আত্মবিস্মৃত জাতিকে জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, তাঁহারই ঐকান্তিক আগ্রহ এবং চেষ্টায় আজ "মীরকাশিমের"র অভিনয়ও সম্ভব হইল। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ "নাট্যনিকেতন"কে জাতীয়-রঙ্গালয়ে পরিণত করিয়াছেন; তজ্জন্য তিনি শুধু আমার নহে দেশবাসীরও শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভ করিয়াছেন। "মীরকাশিম" রচনার গুরুভার আমার হস্তে ন্যস্ত করিয়া তিনি যে অসীম ধৈর্য্য এবং স্নেহের সহিত আমাকে আদ্যপান্ত সাহায্য করিয়াছেন, তাহার অভাব হইলে এ নাটক-রচনা আমার পক্ষে সম্ভব হইত না বলিয়াই আমি মনে করি। Long's Selections from Unpublished Records of British India, History of Bengal Army, Torren's Empire in Asia, Wheeler's Early Records of British India, Rise of the Christion Power in British India (Major B. D. Bose) Akshoy Kumar Maitra's Mirkasim, Seir-ul-Mutakherin, Dutt's Economic History of British India, Brojendra Bandopadhyaya's Paper on Mirkasim—প্রভৃতি বহু

প্রামাণ্য-গ্রন্থ হইতে মীরকাশিমের ইতিবৃত্ত সংগৃহীত হইয়াছে এবং এ নাটকে ইতিহাস বিকৃত হয় নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

বন্ধুবর সতু সেন, প্রীতিভাজন সুধীর গুহ এবং শ্রদ্ধেয় বন্ধু শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত আমাকে নাটক-রচনায় যে-সাহায্য করিয়াছেন তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় নাটকের গান রচনা করিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। নাটকের নৃত্য-পরিকল্পনা করিয়াছেন নাট্যলক্ষ্মীকল্পা শ্রীযুক্তা নীহারবালা। গানের সুর বিধান করিয়াছেন সুর-শ্রী শ্রীযুক্ত অমর বসু। তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। স্নেহাস্পদ শ্রীমান সুকোমল সেন (ঢাকা), শ্রীমান অনিলকুমার ঘোষ (বালুরঘাট), শ্রীমান দেবনারায়ণ গুপ্ত (রাণাঘাট), শ্রীমান অনাদিপ্রসাদ সেন (নাটোর), প্রীতিভাজন পুলকেশ দে সরকার (কলিকাতা) এবং কল্যাণীয়া ভগ্নী শ্রীলীলা রায় (স্কটিসচার্চ কলেজ) আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমার সস্নেহ প্রীতি জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীমান অনিল-কুমার ঘোষ পুস্তকের প্রচ্ছদপটখানি আঁকিয়া দিয়াছেন, তাঁহাকে আমার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।

৩০, কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট্
ফ্ল্যাট আট
কলিকাতা

মন্মথ রায়
২৪শে ডিসেম্বর
১৯৩৮